কাব্য-মঞ্জুষা

প্রথম ভাগ।

কাব্য-মঞ্জুষা

প্রথম ভাগ

(হাই-স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর উপযোগী)

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

প্রকাশক—
শ্রীশচীন্দ্রলাল মিত্র।
কমলা বুক্ ডিপো, লিমিটেড্
১৫ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ—

১। পর্ণপুট ১ম খণ্ড
২। পর্ণপুট ২য় খণ্ড
৩। লাজাঞ্জলি
৪। রসকদম্ব
৫। ক্ষুদকুঁড়া
৬। ব্রজবেণু
৭। ঋতুমঙ্গল
৮। বল্লরী।

কমলা বুক ডিপোতে প্রাপ্তব্য

প্রিণ্টার—
শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীপতি প্রেস।
৩০ নং নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
কলিকাতা।

ভূমিকা।

বহুদিন শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, যে শ্রেণীর কবিতাগুলি ছাত্রগণের রুচিকর ও উপযোগী বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে—সেই শ্রেণীর কতকগুলি কবিতা এই গ্রন্থে সংকলন করিলাম। যাহাতে সংকলন বৈচিত্র্যহীন হইয়া না পড়ে সেজন্য বিবিধ ভাবের, বিবিধ রসের বিবিধ যুগের ও নানা ছন্দের কবিতা আহরণ করিতে হইয়াছে। পাঠ্যাংশের মধ্যে যে যে ছন্দের কবিতা-সংযোজন সম্ভব হয় নাই, আবৃত্তির-জন্য-নির্দ্দিষ্ট-কবিতা নির্ব্বাচনে সেই সেই ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি; কাব্যমঞ্জুষার ইহা প্রথম ভাগ,—দ্বিতীয় ভাগ সত্বর প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বাচনে সম্ভবমত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে কিনা অথবা সঙ্কলন সম্পূর্ণাঙ্গ হইল কিনা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইলে ১ম ভাগের সহিত একত্রে তাহার বিচার হইতে পারিবে। যে সকল ভাব, রস, ভঙ্গি বা ছন্দের কবিতা এই ভাগে সংকলন করা সম্ভব হয় নাই—তাহা ২য় ভাগে সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা করিব। এই ভাগে সংখ্যায় আধুনিক যুগের কবিতারই প্রাধান্য দৃষ্ট হইবে। কৃত্তিবাস কাশীরাম ব্যতীত অতীত যুগের

কবিগণের কবিতা অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের উপযোগী নয় বলিয়া আমার ধারণা। বর্ত্তমান যুগের জাতীয় জীবনের অন্যান্য ধারার সহিত ছাত্রগণ পরিচিত—সে জন্য তাহারা এ যুগের কবিতাগুলির সহজেই রসবোধ করিতে পারে। জাতীয় জীবনের নব জাগরণের দিনে ছাত্রগণ স্বভাবতঃ দেশপ্রীতিবিষয়ক কবিতার অধিকতর পক্ষপাতী, পল্লীজীবনের মাধুর্য্যও তাহারা সহজে উপভোগ করিতে পারে—সেজন্য দেশপ্রীতি ও পল্লীপ্রীতির উদ্বোধিকা অনেকগুলি কবিতা এই ভাগে সংগৃহীত হইল। বঙ্গের যে সকল মহাপুরুষের জীবনের সহিত আধুনিক ছাত্রগণ আবাল্য-পরিচিত—সেই সকল মহাপুরুষের চরণে কবিগণের বাঙ্ময় ছন্দোময় অর্ঘ্য-নিবেদনেও গ্রন্থখানিকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নতর শ্রেণীতে ছাত্রগণ কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের অনেক রচনা পড়িয়া থাকে,—বাড়ীতেও কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের আবৃত্তি শুনিয়া থাকে, সেজন্য এই গ্রন্থে তাঁহাদের রচনা অধিক পরিমাণে সংকলন করিনাই। কবিবর বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্র নাথ, গিরীশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু ইত্যাদি, এবং পরবর্ত্তী যুগের ৺অক্ষয় কুমার বড়াল, ও শ্রীরমণী মোহন ঘোষ ৺জীবেন্দ্র কুমার দত্ত

ইত্যাদি মহোদয়গণের কোন কবিতা এই ভাবে সংগ্রহ করা হয় নাই। ২য় ভাগে তাঁহাদের রচনা সংযোজিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটীমাত্র সংকলিত হইয়াছে দেখিয়া অনেকে নিশ্চয়ই বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আজকাল আর যদৃচ্ছা ক্রমে সংকলন করিবার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া তাই কবিগুরুর একটী মাত্র কবিতা লইয়া আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। ভরসা করি ছাত্রগণ তাঁহার "কথা ও কাহিনীর" সমস্ত কবিতাগুলিই সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন। ঐ গ্রন্থের কবিতাগুলি ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী।

'কুঞ্চিকা' ও 'কবিপরিচয়ে' কবিগণের কাব্য-প্রতিভারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কবিতার নীচে যে মাঝে মাঝে টীকা সংযোজন করিয়াছি, আশা করি শিক্ষকগণ তদবলম্বনে ছাত্রগণের রসবোধের সহায়তা করিবেন। আবৃত্তির-জন্য-নির্দ্দিষ্ট কবিতাগুলি পাঠনার উপযোগী নহে—সেই জন্য কোন' টীকা সংযোজন করি নাই—ঐগুলির ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও হিল্লোলিত মাধুর্য্যটুকু বুঝাইয়া দিলেই ছাত্রগণ তরঙ্গায়িত ভঙ্গির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিবে।

যে সকল কবি তাঁহাদের অনিন্দ্য কবিতাগুলি গ্রন্থে সংকলন করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট আমি চির-ঋণী। নানা কারণে অনেকের রচনার সত্ত্বাধিকারিগণের অনুমতি গ্রহণ করিতে পারি নাই—তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আজীবন কাব্য-সরস্বতী ও তাঁহার বরপুত্রগণের সেবক—সে হিসাবেও আমার ক্ষমা পাইবার অধিকার আছে বলিয়া মনে করি। কবিগণের কবিতা সংকলনে ও সংকলিত কবিতাগুলির একত্র সম্পাদনে ত্বরানিবন্ধন অনেক চ্যুতি ত্রুটী হইয়া থাকিবে—সে-জন্যও তাঁহাদের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা চ্যুতিত্রুটী-গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ২য় সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইব। রবীন্দ্রযুগের কবিগণ সকলেই আমার ঘনিষ্ঠ-সুহৃৎ—তাঁহাদের নিকট স্বতই উপদেশ ও প্রশ্রয় পাইবার প্রত্যাশা করি।

যে সকল কবিতার নীচে কোন নাম নাই—সেগুলি আমার নিজেরই রচিত।

বরিশা হাই স্কুল,
২৪ পরগণা।
পৌষ, ১৩৪৩

শ্রীকালিদাস রায়।

সুচিপত্র।

বন্দনা ও প্রার্থনা।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক।

বাল্য ও শৈশব।

নৈতিক—

দেশপ্রীতি।



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৯৩ পৃষ্ঠা

বন্দনা ও প্রার্থনা

প্রার্থনা।

ওগো দেব ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দেই একেবারে
জগতের পায় বিসর্জ্জন।
স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ,
ছোট হোক্ বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার।
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব
তুমি দেছ যে-টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে;

প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

শ্রীকামিনী রায়।

অনুশীলনী।

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
২। কবিতার ছন্দে কোন অনিয়ম থাকিলে দেখাও।
৩। 'জগতের পায়' 'সমুদয়' ও 'বিভব' শব্দের এখানে অর্থ কি
৪। এই কবিতার লেখিকার কি কি গ্রন্থ আছে বল।
৫। সংক্ষেপে প্রার্থনাটির ভাবার্থ কি বল।

কবীরের প্রার্থনা।

জাগ্‌বে কবে আমার মাঝে, কবে এমন হবে?
দিশি দিশি বিশ্ব ভরি' দেখ্‌ব তোমায় কবে?
আমার সকল চিন্তা গেয়ান,
হয়ে যাবে তোমার ধ্যেয়ান।
সকল শ্বসন ভরবে পূজা-ধূপজ সৌরভে।
সকল চলন হবে আমার তোমায় প্রদক্ষিণ,
সকল শয়ন তোমায় প্রণাম হবে সে কোন্ দিন?
সকল চেষ্টা সব সাধনা
হবে তোমার আরাধনা,
সব আনন্দ ভরবে তোমার প্রেমেরি গৌরবে।

সকল কথা হবে কবে তোমার নামাবলী,
—এ রসনার রসপুটে বাঙ্ময়ী অঞ্জলি ?
সকল শ্রবণ ভরবে, প্রভো,
আশীর্ব্বচন-সুধায় তব,
সারা জীবন মাতবে আমার তোমার প্রেমোৎসবে।

অনুশীলনী।

১। কবীরের সম্বন্ধে কি জান ?
২। ব্যাখ্যা কর—"সকল কথা......অঞ্জলি।"
৩। টীকা কর,—শ্বসন ধূপজ, রসপুট, বাঙ্ময়ী অঞ্জলি, নামাবলী আশীর্ব্বচন।

ভাঙিওনা ভুল।

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল ;
যে ক'দিন বেঁচে র'ব, তোমারে আমারি ক'ব
অন্তিমে খুঁজিয়া ল'ব ও চরণ-মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

২

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল ;
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিজন্মমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৩

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল ;
আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি হীন, তুমি বিভু,
আমারি দেবতা তুমি অমৃত অতুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৪

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল ;
স্নেহময়ী বসুন্ধরা তোমারি সৌন্দর্য্য ভরা,
তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনন্ত অকূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৫

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল ;
তোমারি স্নেহের শ্বাসে, চাঁদ ভাসে রবি হাসে,
তোমারি সোহাগ-মাখা কুসুম-মুকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৬

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল ;
তোমারি ব্রহ্মাণ্ড ভূমি, অনাদি অনন্ত তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৭

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল;

তব এ নিখিল বিশ্ব, তুমি গুরু আমি শিষ্য,

আমারে শিখায়ে দিও কর্ত্তব্যের মূল;

ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

৮

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল;

বুঝিনে বেদান্ত-তন্ত্র, জানিনে তপস্যা মন্ত্র,

আমি তব, তুমি মম—এই জানি স্থূল,

ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

৯

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল;

আমি কে? তা বুঝি এই, তুমি ছাড়া আমি নেই,

আমি তব অণুকণা তব পদ-ধূল,

ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১০

ভাঙিওনা ভুল প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,

এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গ-ভূমি, এক অভিনেতা তুমি,

তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল;

ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যা'ক, এ প্রাণ তোমাতে থাক,

ও চরণ বুকে থাক্ হয়ে বদ্ধমূল,
জীবলীলা-অবসানে, ওই প্রেম-সিন্ধু পানে,
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল-কুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

মানকুমারী

অনুশীলনী।

১। কবিতাটীর মাধুর্য্য কোথায় দেখাও।

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) বুঝিলে........স্থূল (খ) জীবলীলা......কুলকুল।

৩। টীকা কর বেদান্ততন্ত্র, জীবলীলা, রচয়িতা, সৃষ্টিতত্ত্বমূল, রঙ্গভূমি ও প্রেমসিন্ধু।

বন্দনা।

জয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্ জয় জয় ভবপতি!
করি প্রণিপাত এই করো নাথ তোমাতেই থাকে মতি
অখিল সংসার রচনা তোমার যেদিকে ফিরাই আঁখি,
অতি অপরূপ, হেরি তব রূপ বিমোহিত হ'য়ে থাকি।
আকাশ সাগর, গহন শিখর, দৃষ্টি করি আমি যাহে,
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়, বিরাজিত তুমি তাহে।

পৃথিবী সলিল, অনল অনিল, রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার, পরিচয় দেয় তারা।
কুসুম কেশরে ভ্রমর বিহরে, সুখে করে মধু পান ;
নানা রাগভরে গুণ গুণ স্বরে করে স্তব গুণগান।
কোকিল কলাপ, মধুর আলাপ, করি'ছে ধরি'ছে, তান !
শুনে যায় ক্ষুধা, তাহাতে কি সুধা ক্ষরি'ছে হরি'ছে প্রাণ !
যতেক খেচর, ল'য়ে সহচর, সহচরী সহ চরি',
বসি' তরু' পরে কলরব করে, মরি মরি, আহা মরি !
কভু বনে চরে, বিমানে বিহরে কভু স্থলে করে খেলা ;
নিজ নিজ ঝাঁকে পাখী থাকে থাকে করিতেছে যেন মেলা ;
উদর ভরিয়া আহার করিয়া প্রীত হ'য়ে গীত ধরে,
কি কহিব আর সে গানে তোমার মহিমা প্রচার করে !
শাখী শাখা যত ফলভরে নত, চরণে প্রণত তা'রা,
পল্লব নড়ি'ছে সলিল পড়ি'ছে—দর দর প্রেম-ধারা।
যে পেয়েছে আঁখি দেখিতে কি বাকি কিছু আর তার আছে ?
মহিমা তোমার প্রকট প্রচার সদা রয় তার কাছে।
ওহে ভবধব ! কি করিব স্তব মানস-তিমির হর' ;
অজ্ঞান নাশিয়া, তত্ত্বজ্ঞান দিয়া, আমারে কৃতার্থ কর।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অনুশীলনী।

১। কবিতার ছন্দটির নাম কি ?

২। কবিতাটী আবৃত্তি কর।

৩। কবিতাটি এত মধুর কেন ?

৪। কবির সম্বন্ধে কি জান বল।

৫। কেশর, কলাপ, রাগ ও গুণ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কি কি আছে বল।

৬। টীকা কর,—ভবধব, তত্ত্বজ্ঞান, প্রেমধারা, মানস-তিমির (বিমান সহচর সহ চরি, রাগভরে ও প্রচুর।

তুমি মূল।

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব, সুন্দর শোভাময়,
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় !
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই তোমারি ভুবন ভরি' হে,
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধা, ধরে সুধাজল ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি, সর্ব্ব-শকতি মূল হে,
তাহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় :

নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয় !

তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,

তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,

তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি প্রেম কথা কয় ;

জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেম জয়।

৺রজনীকান্ত সেন।

অনুশীলনী।

১। এই কবির সম্বন্ধে কি জান ? ইঁহার কি কি পুস্তক আছে ? ইঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য কি ?

২। এই সঙ্গীতটী আবৃত্তি কর।

৩। ব্যাখ্যা কর—'যে যাহার কাজ......অপচয়'

৪। সঙ্গীতটীতে কোন গদ্যাত্মক পংক্তি থাকিলে বাহির কর।

৫। টীকা কর—ক্রমভঙ্গ, অমৃতধারিধি, মধুমমতা ও শৃঙ্খলা।

বঙ্গভাষার প্রতি।

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—

তা' সবে,—অবোধ আমি,—অবহেলা করি'

পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' !

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি';—
খেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল কানন!
স্বপ্নে মম কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে।—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি' অজ্ঞান তুই! যারে ফিরে ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ-খনি, পূর্ণ মণিজালে।

৺মধুসূদন।

অনুশীলনী।

১। এই সনেটটির সহিত কবির জীবনের কি সম্পর্ক আছে বল।

২। সনেট রচনার নিয়ম কি? বঙ্গভাষায় ১ম কে সনেট রচনা প্রবর্তন করেন? সমগ্র সনেটটীর ভাবার্থ বল।

৩। ব্যাখ্যা কর—মজিনু বিফল.........কানন।

টীকা—পরধন লোভে,—ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষার লোভে অথবা বিদেশীয় সাহিত্যের অনুশীলনের লোভে। অবরণ্যে—যাহা বরণের যোগ্য নহে। শৈবালে—এখানে অসারে। কবি আপনাকে মরালের সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন।

—০:*:০—

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক।

মোগল রাজলক্ষ্মী।

চপল চরণে গঙ্গা, চলিতে চলিতে
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিতে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী-কূলে।
আভাহীনা, আভাময়ী তবু জানা যায়,
চিকন নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায়।
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল এক বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণিমুক্তা-শ্রেণী।
এবে বিষাদিনী, বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন-ভিন্ন মুক্তা-পুঞ্জ, পড়েছে মাণিক।
হীরক নিন্দিয়া জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল,
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল;
পড়িতেছে গলে' তাহা অশ্রুবারিসনে।

বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে ;
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁধে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্ত মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক বিপিনে যেন জনক-দুহিতা।
সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী-রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—
"কে বাছা সুন্দরী তুমি হেথা একাকিনী ?
কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাদিনী ?"
গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে,
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগর ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে।
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব।
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,

কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন ?
আমি মাতা, কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণি-বিহীনা ফণিনী।
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
শিহরি লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়।
'মোগলের রাজলক্ষ্মী—' পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি বালা হ'লো অন্তর্ধান।
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

৺দীনবন্ধু মিত্র।

অনুশীলনী।

১। এই অংশ কবির কোন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত? এই কবির সম্বন্ধে কি জান?

২। ব্যাখ্যা কর "এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"

৩। 'শিখি সিংহাসন সম্বন্ধে' কি জান?

৪। মোগল-রাজলক্ষ্মীর শোচনীয় স্বরূপটি সরল গদ্যে প্রকাশ কর।

৫। নিম্নলিখিত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সটীক সমালোচনা কর—ভাসমানা, সহ সমাদর, আনিতম্ব, সঙ্কলিত, অশ্রুবারি ও অন্তর্দ্ধান।

ধাত্রী পান্না।

দশ মাস গর্ভে তোরে করেছি ধারণ,
স্নেহের পুতলি তুই, তুলি তোরে বুকে,
করায়েছি স্তন্যপান, লালন-পালন।
কত যে করেছি, নিজে কি বলিব মুখে।
সমুদ্রের পার আছে তল আছে তার,
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার।

অগাধ সে স্নেহসিন্ধু, অভাগী পান্নার
নিয়মিত ফলে আজি শুষ্ক মরুস্থল!
মন্দাকিনী-বারিধারা স্বাদু দেবতার,
বৈতরণী-স্রোত তাহে বহিল প্রবল।
শিরীষকুসুম আজি কঠিন কুলিশ!
মলয়জ পঙ্ক হ'ল দুর্গন্ধ পুরীষ।

বাঘিনী রুধির পানে নিয়ত লোলুপা,
আপন সন্তানে তার অপার মমতা;
পরসুত-ঘাতিনী পূতনা গোপীরূপা,
নিজপুত্রে স্তন্যদানে করেনি খলতা;
বাঘিনী, রাক্ষসী, বড় নির্দ্দয় জগতে,
তারা কিন্তু শতগুণে ভাল আমা হ'তে।

হায় বৎস ! এ বীভৎস কার্য্য সম্পাদনে
পাপীয়সী পান্না বই সাধ্য আর কার ?
পরলোকগত পতি, তাঁর স্থাপ্য ধনে
ডাকাতি করিতে আজি প্রবৃত্তি আমার।
পতিকুলে দিতে, বাপ ! নিবাপ-অঞ্জলি,
কেহ না রহিবে, তোরে যমে দিলে বলি !

কেন রে অজস্র অশ্রু হৃদি বজ্রসারে
পড়িস বহিয়া, পান্না পাশরিবে স্নেহ।
'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে
কুরুক্ষেত্র রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ।
মহারথ তিনি, তবু বাৎসল্যের দাস !
নারী হয়ে বীরধর্ম্ম করিব প্রকাশ।

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম্ম পালে সেই জনে,
আত্ম-পরিজন-স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে,
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সঙ্কল্প সাধনে।
ভীরুতা মমতা দুয়ে নিকট সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্রচেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।

কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার,
সেই দাসীপুত্র হবে মিবারের রাজা ?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ?
অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুকুরে যজ্ঞের হবিঃ করিবে লেহন ?

এস পুত্র ! পরাইব রত্ন আভরণ,
সাজাব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সুবেশে,
পালঙ্কের অঙ্কে তোমা' করিয়া স্থাপন
কাঁপাব চামর-বাতে কাকপক্ষ-কেশে।
নির্জল নিশ্চল নেত্রে চাব মুখপানে,
যাবৎ না হও ছিন্ন ঘাতক-কৃপাণে।

পালাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক,
শৃগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার,
জ্বলিবে যখন তব পৌরুষ পাবক,
উৎপাত পতঙ্গ পুড়ে হবে ছারখার।
ঢাকুক প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির,
অচিরে প্রদীপ্ততেজে উঠিবে মিহির।

৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

অনুশীলনী।

১। ধাত্রী পান্নার চরিত্র সমালোচনা কর। আপনার সন্তানের প্রাণ-বিনিময়ে পান্না রাজপুত্রকে রক্ষা করিলেন, জননীর পক্ষে ইহা নিন্দনীয়—না—প্রশংসনীয় ?

২। পান্না যে কয় পংক্তিতে আপনার মাতৃহৃদয়কে ধিক্কার দিয়াছে সেই পংক্তিগুলির ভাবার্থ বল'।

৩। এই কবিতা অবলম্বনে প্রভুভক্তি, রাজভক্তি ও সন্তানবাৎসল্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ।

৪। বিস্তৃত টীকা কর—

নিয়মিত ফলে, কুলিশ, পুরীষ, মলয়জ, পূতনা, বীভৎস, নিবাপ-অঞ্জলি, স্থাপ্যধন, কুলপাংশুলা, হবিঃ, খদ্যোত, কাকপক্ষ-কেশ।

৫। "অশ্বত্থামা হত" এই বাক্যের ইতিহাস কি ?

৬। উদয়সিংহ সিংহশাবক আখ্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ?

৭। দ্বিতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যা কর। কোন্ শ্লোকটিতে কবিতার মূল নীতিটি নিবদ্ধ আছে ?

সেকেন্দ্রা।

এই স্থানে মোগলের মুকুট-রতন
শয়ান শান্তির মাঝে ; পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির ; হৃদয় গগনে
ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্যকথা ;
কত বরষের হায় কত শত ব্যথা !
মনে পড়ে অতীতের দিল্লী দরবার,
মোগলের শত হর্ম্ম্য সুষমা-আগার !
মনে পড়ে এই পথে এমনি সময়ে
বীর যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চ'লে যেত অবিরাম ; আর আজি হায় !
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায় !
যে জন শয়ান হেথা অন্তিম শয্যায়,
কত রাজা মহারাজ তাঁহারি সভায়
কল-সম্ভাষণে কত কহিত কাহিনী,
কাঁপাইত কত বীর গর্জ্জনে মেদিনী,
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান,
নিয়ত তুষিত কত মহাজন-প্রাণ,

সেই সভা মাঝে নিত্য ফায়জী, ফজল,
বীরবল, তোদর্ম্মল, অমাত্য সকল,
প্রকৃতিপুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি হায় !
কত নীতি শুভকরী করিত রচনা,
প্রজাহিতে নৃপহিত করিয়া কামনা।
মোস্‌লেম্ হিন্দুরে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষেত্রে অভিন্নপরাণে,
চেয়েছিল দেখিবারে যেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করিছে ধারণ।

"ডালি" হইতে সংগৃহীত।

অনুশীলনী।

১। সেকেন্দ্রা কি জন্য খ্যাত ? এখানে কাহার সমাধি মন্দির

২। ফৈজী, আবুলফজল তোদরমল ও বীরবল সম্বন্ধে কি জান ?

৩। শেষ ৪ পংক্তির ব্যাখ্যা কর।

৪। টীকা কর—প্রকৃতিপুঞ্জ, সমদর্শী শয়ান ও অমাত্য।

কাশীধাম।

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ কানন নাম কেবল কৈবল্য ধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥
বাপী যাহে জ্ঞান বাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণি পুষ্করিণী মোক্ষপদ বিধায়িনী
সার বস্তু অসার সংসারে॥
দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টি যোগিনী পাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটী সাড়ে ক্ষণকাল নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশ্বর রাজধানী দুর্গা যাহে মহারাণী
যাহে কাল ভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিন্ধু তরিবার তরী॥
যথা জীব ত্যজি জীব সেই ক্ষণ হয় শিব
পুনঃ নহে জঠর-যাতনা।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে মাননা ॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত যাহে সদা অধিষ্ঠিত
তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
শিবলিঙ্গ স্থাপিল বিস্তর ॥
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা মহেশের মনোলোভা
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥
সর্ব্ব সুখময় ঠাঁই সবে মাত্র অন্ন নাই
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস সকলের অন্ন আশ
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥
আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ
অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা
অন্ন বিনা না রবে জীবন ॥
এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হ'য়ে।

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে
ভারত দিলেন যুক্তি ক'য়ে ॥

৺ ভারতচন্দ্র।

অনুশীলনী।

১। কাশী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর।

২। কাশী সম্বন্ধে আর কার কার কবিতা আছে বল'।

৩। কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কি জান বল। এই অংশ তাঁহার কোন গ্রন্থ হইতে গৃহীত?

৪। বিস্তৃত টীকা কর—

কৈবল্য, ভবসিন্ধু, মনুজ, বিদ্যাধর, অহর্নিশ, পুষ্করিণী, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষঃ, দশাশ্বমেধ।

৫। কাশীর বারাণসী নাম কেন হইল?

৬। সিদ্ধ, সাধ্য, শিব, জীব, বাস, পাট ও সমাধির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কি বল'।

টীকা—জীব—প্রাণী ও জীবন। জঠর যাতনা—(১) ক্ষুধার জ্বালা ও (২) গর্ভযন্ত্রণা, পুনর্জন্ম। অহর্নিশ—রাত্রিদিন। সমাধি—ধ্যানাবেশ।

বাল্য ও শৈশব

উমার বাল্যলীলা।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
যবে পূর্ণিমার নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥

কাঁদিয়ে ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কিরে ধরা যায়?
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

উঠে বসে গিরিবর করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।

সানন্দে কহিছে হাসি ধরমা এই·লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥

৺রামপ্রসাদ সেন

অনুশীলনী।

১। শেষ ৪ ছত্রের ব্যাখ্যা কর।
২। শেষ পংক্তির ভাষা ব্যকরণসঙ্গত কি না?
৩। ৺রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে কি জান?

টীকা—বাংলার মাতৃমমতার যুগ্মমৃণাল—যশোদা ও মেনকা।
বাংলার শিশু মাধুর্য্যের যুগ্ম কমল—গোপাল ও উমা।

শ্রীচৈতন্যের শৈশব।

এইমত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাড়য়ে শরীর খানি অমিয়ার ধার ॥
কি দিব উপমা কিছু না দিলে সে নারি
খল্ খল্ করে প্রাণ না কহিলে মরি ॥
নিতি ষোলকলা পূর্ণ ইন্দুমুখ চন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥

আবেশ অধরে আধ মুচকি হাসিতে।
অমিয় সাগর যেন হিল্লোল সহিতে॥
শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে খটি করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচী উরঃস্থলে দুই চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা॥
অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অট্টহাসি।
অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভূষিল সোণার কলেবর॥

৺লোচন দাস।

অনুশীলনী।

১। শিশু নিমাইএর রূপ বর্ণনা কর।
২। উপমাগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দাও।
৩। টীকা কর,—অমিয়া, খাট, পাঞা, বয়ান ও উরঃস্থল।

সত্যদাস।

(১)

পণ্ডিতের পদ লভি যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেই দিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে,
বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি
—এতটুকু শিশু একা! চেয়ে দেখি দূরে আছে দাসী-

(২)

সযত্নে বসায়ে পাশে, শিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া তারে
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে।
পিতৃহীন নিরুপায়, দরিদ্র সে ওই তার ঘর
দাসী ভেবেছিনু যারে,—মা তাহার, নহেক অপর!

(৩)

ত্বরিতে আসন ছাড়ি সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির,
মনে মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাস বাণী, বালকের লয়ে শিক্ষা ভার,
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।

(৪)

পাঁচ বৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার,
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার
পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা আঁখির সম্মুখে
বুঝিনু কিসের আশে—কি গভীর দারিদ্র্যের দুখে।

(৫)

মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশীর্ব্বাদ করি,
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কোচ—শঙ্কা হরি'।
"বাড়ীতে ক'জন থাকে ?" শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—'বাড়ীতে আমরা পাঁচজন।'

(৬)

'এই না বলিলে আগে—ভাই বোন আর কেহ নাই
তুমি মার একছেলে ! আরও ত সে তিনজন চাই !'
তেমনি মধুর কণ্ঠে কহিল সে,—"মোরা পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা, আর রাধারাণী,—আর নারায়ণ—।"

(৭)

"বাকী তিনজন কে কে ?" শুধাইনু পরম বিস্ময়ে
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে !
'রাধারাণী—কে আবার?—অন্য কেহ বাড়ীতে ত নাই ?
সে কহিল,—"আছেই ত ; রাধারাণী—সে মোদের গাই।

(৮)

"ভোলা সে কাহার নাম ?" হাসিয়া শুধানু তার কাছে
"জানেন না ? ভারি দুষ্ট সে এক কুকুর-ভোলা আছে ;
নারায়ণ কে আবার ?' না শুনি' প্রণমি' চকিতে
কহিল,—"ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে !

(৯)

প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তারে
পাঁচজন হ'ল নাক ? কত আর বলি বারে বারে।"
'এই পাঁচজন বুঝি ?' হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক,—সত্যবার্ত্তা শিশুতেই জানে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অনুশীলনী।

১। শিশুচরিত্রের কোন্ মাধুর্য্যটি এই কবিতায় ফুটিয়াছে বল।

২। Wordsworthএর কোন্ বিখ্যাত কবিতার সহিত ইহার ভাব বা ভঙ্গি-সাদৃশ্য আছে দেখাও।

৩। টীকা কর—

এতটুকু শিশু, আত্মীয় ব্যবহার, মৌন, পণ্ডিতের ভানে।

৪। কবিতার 'সত্যদাস' নামের সার্থকতা কি ?

৫। ব্যাখ্যা কর—

সত্যবার্ত্তা শিশুতেই জানে।

খোকাবাবু।

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে, "সবারি কবিতা
হয়ে গেল ! মোর কই ? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা।"
খোকার সে কাঁদ কাঁদ মুখ খানি, আধ আধ ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধা দুঃখিতা লজ্জিতা !

কহিলাম মনে মনে, "খোকাবাবু! ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা,
সবারি তুলনা আছে! সৃষ্টিছাড়া! কোথা তোর বাসা?
চন্দ্র হারে, তারা হারে, তোর কাছে! একিরে তামাসা!
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা,
শাদা কুন্দ নিরানন্দ, হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি;
লাল পদ্ম লাজ পায় হেরি তোর টুক্‌টুকে মুখ!
কেমনে কবিতা লিখি? যাদু তুই আনন্দের রাশি
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহে ভরি গেল বুক!
অপূর্ব্ব* বাৎসল্য-ভাব চিতে জাগে!—বুঝি এত কালে!
পাব আমি নীলকান্ত মণি-ধনে, ননীচোরা লালে!"

দেবেন্দ্র নাথ সেন।

অনুশীলনী।

১। শিশুর প্রশ্নের কবি কি উত্তর দিলেন?

২। টীকা কর—কাঁদ-কাঁদ, আধ-আধ, টুক্‌টুকে, নীলকান্ত মণিধন।

টীকা,—বৈষ্ণবেরা বলেন, আত্যন্তিক বাৎসল্য ভাবের উদয় হইলে ভক্ত শীঘ্রই শ্রীভগবানের বালক মূর্ত্তি দেখিতে পান। (কবি)

ইহাও এক শ্রেণীর সনেট—প্রত্যেক পংক্তিতে ১৪ অক্ষরের বদলে ১৮ অক্ষর আছে। মিলেরও বৈচিত্র্য আছে। ১+৪+৫+৮, ২+৩+৬+৭, ৯+১১, ১০+১২, ১৩+১৪ পংক্তিতে মিল আছে।

সকলেরই জন্য কবি কবিতা লিখিয়াছেন—কিন্তু শিশুর জন্য কবিতার ভাব অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে গভীরতর ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে।

তাহা আশা প্রেম প্রীতি স্নেহের অপূর্ব্ব সমবায়, তাহাতে কবিত্ব জন্মে নাই সত্য, কিন্তু গোপালের প্রতি অপূর্ব্ব বাৎসল্যে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে, এ ভাবাবেশ, কবিত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ স্তরের সামগ্রী।

কন্যার প্রতি।

বল দুলালি কোথায় ছিলি কোন্ স্বরগের নন্দনে?
কে বল্ তোরে আন্‌ল বেঁধে এই ধরণীর বন্ধনে?
হাসি' হাসি' মুখটী করে'
দেব বালাদের আঁচল ধরে'
বেড়াতিস্ কি নেচে নেচে লক্ষ স্বরের স্পন্দনে?
ল'য়ে কি তুই সোণার বালি
পেতেছিলি গৃহস্থালী
মন্দাকিনীর তটে ছিলি অমৃতভোগ—রন্ধনে?
ইন্দ্রাণী কি চুমো দিয়ে
আদর দিতেন কোলে নিয়ে—
ঐরাবতের-পৃষ্ঠ দোলায়—কিম্বা মেঘের স্যন্দনে?
ইন্দিরা কি করে' যতন
সাজিয়ে দিতেন মনের মতন?
এঁকে দিতেন তোর ভালে মা, তিলক—হরি চন্দনে?

আয় মা আমার বুকের কাছে
তোর চেয়ে কি কাম্য—আছে ?
যাচ্ছে কেটে জীবন আমার নিষ্ফলতার ক্রন্দনে।
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

নৈতিক

মঙ্গল দূত।

গ্রামের প্রান্তে ফেলেছিল তাঁবু বেদে দুই ভাই আসি,
দিনের বেলায় নাচা'ত ভালুক রাত্রে বাজা'ত বাঁশী।
গভীর রাত্রে সহসা ধরিল ওলাউঠা এক ভা'য়,
সাথী ভাই গেল ডাক্তার বাড়ী একলা ফেলিয়া তায়।
ডাক্তার কহে "রাত্রি দুপুরে কিছুতে পারিনা যেতে,
কয় টাকা দিবি ? অগ্রিম চাই," বলে সে হাতটি পেতে।
বেদে কহে কেঁদে "দিতে না পারিমু এক টাকা ছাড়া কিছু।"
দুয়ার গোড়ায় রহিল দাঁড়ায়ে মাথাটি করিয়া নীচু।
ডাক্তার কহে "রাত্রি দুপুরে জ্বালাতে আসিলি হেন,
অনেক হাতুড়ে রয়েছে বাজারে ডাক দিয়ে নে' যা কেন ?"

* * * *

সাত দিন গত, কেউটিয়া সাপে সেদিন গভীর রাতে
ঐ ডাক্তার বাবুর ছেলেরে দংশিল ডা'ন হাতে।
পিতার বিদ্যা সবি হলো সারা, সবার চেষ্টা শেষ,
দেশের ওঝায় ঘুচাতে নারিল কালের গরল লেশ।
নীল হ'য়ে গেল দেহটি তাহার শায়িত তুলসী তলে,
নাড়ীর স্পন্দ হইল বন্ধ সবে হরি-হরি বলে।
হেনকালে সেই বেদে দুইভাই উপজিল সেই ঠাঁয়ে,
শেষ চেষ্টাটী করিবে তাহারা কহিল ছেলের মায়ে।
মন্ত্র পড়িল, জলপড়া দিল, আরো কি করিল কত,
ফিরিল জীবন, মেলিল নয়ন, বিষ-দোষ হ'ল গত।
ডাক্তার কেঁদে জোড় হাতে কয় "যাহা চাও তাই দিব,
সন্তানে মোর দিয়াছ জীবন চরণের ধূলি নিব।"
বেদে কহে "বাবু লভ' মঙ্গল, সুমতি তোমার হোক,
কিছুই নিবনা, এমনি করিয়া ঘুরি মোরা তিন লোক।
মোরা বিধাতার মঙ্গল দূত বেদে' বেশে ফিরি দোঁহে,
ভ্রান্ত অন্ধে দেখায়ে পন্থা চেতনা বিতরি মোহে।
বিপদে পড়িয়া ছল করে' ডাকি, না ডাকিতে করি ত্রাণ,
জীব-জগতের ধ্রুব মঙ্গল শুভ ফল করি দান।
এত কহি সেই দুই ভবঘুরে আঁধারে মিলাল ছলি,
নির্ব্বাক্ সবে আঁখি পালটিতে কোন দিকে গেল চলি।

অনুশীলনী।

১। বেদে দু'ভাই ডাক্তারকে কি উপদেশ দিয়া গেল ?

২। টীকা কর,—ওলা-উঠা, হাতুড়ে, ওঝা, জলপড়া ও ভবঘুরে

তুলসী-মঞ্জরী

(১)

সৎসঙ্গ

তুলসীর মালা কণ্ঠে করিয়া ধারণ
সাধু ক'ন, 'আজ হলো সার্থক জীবন।'
মালা কয়, 'ক্ষুদ্র কাঠ ছিনু পড়ে' জলে
কত পুণ্য, সাধু মোরে ধরেছেন গলে।'
সূতা কয়, 'সব চেয়ে আমি ভাগ্যবান,
মালা সঙ্গে থাকি হ'লো সাধুকণ্ঠে স্থান।'

(২)

কপট ভক্তি

পরণে কৌপীন, কিম্বা কমণ্ডলু হাতে
ঘন ঘন হরিনাম, কপট মূর্চ্ছাতে
লুকাতে পারে না পাপ হৃদয়ের ক্ষত
গলিত কুষ্ঠীর গায়ে চন্দনের মত।

(৩)

বিশ্বগৃহ

বাবুই বলিছে ধীরে পাপীয়ারে ডাকি'
'বাঁধনাক ঘরবাড়ী, তুমি ক্ষেপা নাকি ?
ঢালিবে বরষা যবে খর জলধার
রবে না তোমার ঠাঁই মাথা গুঁজিবার।'
পাপীয়া বলিছে, 'নিজে ঘর নাহি গড়ি
তাই ধরাময় ঘর দিয়াছেন হরি।'

(৪)

গ্রন্থ ও ভক্তি

ভকতি মিলেনা শুধু ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়ি'
গীতার প্রত্যেক শ্লোক তন্ন তন্ন করি'।
ললিত মাধবী ফুল কর খানখান
পাবে না কোথাও তার মধুর সন্ধান।

(৫)

অনুকরণে বিপদ

ফিঙে ভাবে, 'রূপে আমি কোকিলেরি মত
আদর তবুও লোকে করেনাক তত।'
বুঝিলাম, চাহি না যে আমি রাঙা চোখে,
তাই করে অবহেলা যত নীচ লোকে।'

এত ভাবি ফিঙা সদা রোষভরে চায়
দেখিয়া পাখীর দল হাসিয়া পলায়।
বোকা পাখী শুধু দোষ নকলে তৎপর
কর্‌না নকল তার মধুমাখা স্বর?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অনুশীলনী।

১। এই কবিতা পাঁচটির প্রত্যেকটির মর্ম্মগত নীতি কি তাহা বল এবং ভাবার্থ বল।

২। আসল ভক্তি আর নকল ভক্তিতে তফাৎ কি?

৩। অনুকরণ কি সর্ব্বত্রই দূষণীয়?

৪। টীকা কর—

গীতা, কুণ্ঠী, মাধবী, তন্নতন্ন ও কপট মূর্চ্ছা।

ভ্রান্তিবিনোদ

পঙ্কেরে ছানিয়া তবে মেলে পদ্মফুলে,
তেমনি সত্যেরো জন্ম সন্দেহ ও ভুলে।
এ জীবনই শেষ নহে, এযে শুধু খনি
খুঁড়িলে অনেক মাটী, তবে পাবে মণি।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

অনুশীলনী।

১। ভাবার্থ বল এবং পদ্যের সহিত গদ্যের উপমাটি বুঝাইয়া দাও।

নীতিচতুষ্টয়।

অদৃষ্টের পরিহাস।

দীন, বৃদ্ধ পঙ্গু এক ভিক্ষা করি' খায়,
একদিন বিধাতার কাছে অশ্ব চায়।
দৈবযোগে এক পান্থ যা'ন সেই পথে,
রুগ্ন অশ্বশিশু ল'য়ে পড়েন বিপদে;
যুক্তি করি', সাবধানে বাঁধি ল'য়ে তারে,
তুলে দেন বাহক পঙ্গুর পিঠে ঘাড়ে॥
পঙ্গু বলে "বিধি মোরে দিল বটে ঘোড়া,
উল্টা করিয়া দিল ;—কপাল যে পোড়া"।

শিক্ষা ও প্রবৃত্তি।

আগুন লাগিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী ;
সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায় দেখি তাড়াতাড়ি,

প্রবেশিল বিদ্যানিধি নিজ পাঠাগারে,
যত্নের পাণিনিখানি ছিল একধারে,—
বাঁচাইল ব্যাকরণ, গেল আর সব ;
হেনকালে শুনা গেল 'হায় হায়' রব ;
বিপ্র বলে "পুড়ে গেল বেদান্তের টীকা" ;
ব্রাহ্মণী কাঁদিছে "গেল হাঁড়ী আর সিকা"।

ভালমন্দ।

এক কূল ভাঙ্গে নদী, অন্য কূল গড়ে ;
দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে ,
তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন ,
কাক করে কোকিলের সন্তান পালন ;
দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর ;
বজ্র হানে যদি, বারি ঢালে জলধর ;
সুখ-দুখ-ভাল-মন্দ-জড়িত সংসার ;
অবিমিশ্র কিছু নাই সৃষ্ট বিধাতার।

বৃথাদর্প।

নর কহে, "ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে।"

ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর' ঘৃণা ?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা ?"
মেঘ বলে, "সিন্ধু, তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নার' একবিন্দু জল ;"
সিন্ধু কহে "পিতৃনিন্দা কর' কোন্ মুখে ?
তুমিও অপেয় হ'বে পড়িলে এ বুকে।"

৺ রজনীকান্ত সেন

অনুশীলনী।

১। এই কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। নীতি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে কি কি নীতি নিবদ্ধ আছে ?

৩। কবির এই শ্রেণীর কাব্য-কণিকাগুলির বৈশিষ্ট্য কি ?

৪। টীকা কর—

অবিমিশ্র, কালকূট, অপেয় ও বিদ্যানিধি।

৫। অর্থ কি ?

তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন।

কৃপণের বদান্যতা

টাকার কুমীর প্রেমদাস গুঁই কঞ্জুস ছিল বড়।
ছাড়িত না সুদ একটি পয়সা যত পায়ে হাতে ধর'

সীর মালা গলায় তাহার, হরিনাম ঝোলা হাতে।
দেব হিসাব করিতে করিতে বেড়া'ত উঠানে ছাতে॥
একটি মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলে লাঠী নিয়ে যেত তেড়ে।
াধপেটা খেয়ে, টেনা পরে', টাকা মাটিতে রাখিত গেড়ে॥
হসা একদা,—ভগবান্ কারে নিয়ে যান কোন দিকে,—
াব আজীবন-সঞ্চিত ধন খয়রাতে দিল লিখে॥
াক্তারখানা টোল ইস্কুল দেউল অতিথ্‌শালা।
নির্ম্মাণ তরে সব দিল শুধু রেখে ঝোলা আর মালা॥
ামাবলী গায় কাঁথাখানি ঘাড়ে শ্রীরাধামাধব বলে'
প্রমদাস গুঁই গেলেন সহসা শ্রীবৃন্দাবন চলে'॥
ার নাম কেহ করিত না ভয়ে কভু, পাছে হাঁড়ী ফাটে,
তবার তার নাম না করিয়া কারো দিন নাহি কাটে।

*　　*　　*　　*

ন্দনতরু একটিও ফল দেয়নি ক্ষুধিতে ভুলে,
একটিও ফুল ফুটায়ে কখনো তুষেনিক অলিকুলে
র্গম মূলদেশে তার কেউ পায়নি শীতল ছায়া।
াভ্রশাসিত কানন তাহার সর্পে ভূষিত কায়া॥
একদা তাহার সকল অঙ্গ নিবেদিল অকাতরে।
রুভূত ঐ নিবিড় ভক্তি পলে পলে রস ক্ষরে॥

অনুশীলনী।

১। কবিতার ভাবার্থটি বল,—

২। চন্দন বৃক্ষের সহিত প্রেমদাসের উপমাটি বুঝাইয়া দাও।

৩। টীকা কর—আধপেটা, ব্যাঘ্র-শাসিত, দারুভূত ও নামাবলী।

৪। কবিতাটিতে কোন্ নীতি প্রচ্ছন্ন আছে?

৫। বদান্যতা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

৬। সুবিবেচিত দান ও নির্ব্বিচারে দান—এই উভয়ের ম
কোনটি শ্রেষ্ঠতর?

৭। কোন্ শ্রেণীর দানে জগতের অধিক কল্যাণ সাধিত হয়?

টীকা—কঞ্জুস—কৃপণ, খয়রাত—দান। সর্প ভূষিত কায়া-
সুগন্ধের বড়ই অনুরাগী, চন্দন বৃক্ষ সর্পগণের বাঞ্ছনীয় আশ্রয় ব
প্রসিদ্ধি আছে। প্রেমদাসের কৃপণতার মধ্যে যে আত্ম-বঞ্চনা
মহৎ উদ্দেশে এক প্রকারের তপস্যা বলা যাইতে পারে।

দুঃখের তুলনা

একদা ছিল না 'জুতো' চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।

দেখি তথা একজন, পদ নাই তার,
অমনি 'জুতোর' খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
নিজের অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ ?

*　　　*　　　*　　　*

'হায় ! আমি এলেম এ কি ঘোর কাননে,
নিশির আঁধারে পথ, না দেখি নয়নে।
শীতের দাপটে কাঁপে থর থর কায়,
নাই তায় গায়ে কিছু উহু প্রাণ যায়।'
এইরূপে পথহারা পান্থ একজন
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন।
এমন সময়ে তারে এমন সময়,
জলদ গম্ভীর নাদে ডেকে কেহ কয়,—
"হে পথিক ! চুপকর, ক'রো না রোদন,
একবার এসে মোরে কর দরশন।
বটে তুমি শীতে অতি যাতনা পেতেছ,
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরি রয়েছ।
পড়িয়াছি আমি এই কূপের ভিতরে,
রহিয়াছি দুটি চাক ধরিয়া দু'করে ;

গলাবধি জলে ডোবা সকল শরীর,
রাখিয়াছি কোন’রূপে উঁচু করি শির।
দাও তুমি ঈশ্বরেরে কৃতজ্ঞ-অন্তরে,
—ধন্যবাদ, পড়নি যে কূপের ভিতরে।”

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

অনুশীলনী।

১। ‘দুঃখের তুলনা’ কবিতায় কি নীতি শিক্ষা করিলে?
২। এই কবির পরিচয় কি জান, বল’।
৩। টীকা কর,—ক্ষোভানলে, দাপট, জলদগম্ভীর, ও গলাবধি।

ক্রোধ

ক্রোধ সম পাপ আর না আছে সংসারে,
প্রত্যহ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে।
লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে
অবক্তব্য কথা লোক বলে ক্রোধ হ’লে।
থাকুক অন্যের কার্য্য আত্ম হয় বৈরী
ক্রোধ বশে আত্মহত্যা করে নরনারী।
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে,
অক্রোধ যে জন তারে সর্ব্বজন পূজে।

ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়,
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে,
ইহলোকে পরলোকে অবহেলে তরে।

৺কাশীরাম দাস।

১। ক্রোধ রিপু সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

ক্রোধে জগতের কত অকল্যাণ হইতে পারে, দেখাও।

২। টীকা কর—অবক্তব্য, বুধগণ, জিনিবারে, বৈরী, অক্রোধ, ও অবহেলে।

অস্থানে।

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুম্ভ বিগলিত,
রুধিরাক্ত চারু মুক্তাফলে।
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে॥
দেখি তার শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।

কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হ'ন॥

৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুজন ধর্ম্ম।

তৃষ্ণা ত্যজ', ভজ' ক্ষমা, মদ পরিহর'।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার ক'র॥
সাধুর চরণচিহ্নে করহ পয়ান।
সেব' সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান॥
বিদ্বেষীকে বশীভূত কর অনুনয়ে।
স্বমুখে করো না ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে॥
দীনে দয়া কর' কর কীর্ত্তির পালন।
সুজনগণের এই সব আচরণ॥

৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুশীলনী।

১। 'অস্থানে' কবিতার প্রচ্ছন্ন অর্থ কি ?
২। সুজনের ধর্ম্ম কি কি ?
৩। টীকা কর—
করিকুম্ভ, রুধিরাক্ত, ভিল্লী, মনস্বী, মদ, রতি, পয়ান, ও চরণ চিহ্ন।

দেশ-প্রীতি

জন্মভূমি।

জননি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
সুন্দর শশাঙ্ক-মুখ, উজ্জল তপন,
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।
ত্যজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধূলি খেলা, তোমারি ধূলিতে।

(২)

তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র অন্ন করি দান,
শৈশবের দেহ মোর করেছে বর্দ্ধিত।
তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ,
দিয়ে বারি জননীর স্তন্যের সহিত।
জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ,
শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়াতে চরণ।

(৩)

তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা।
সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি কোলাহল,
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা।
তোমারি মাটীতে ধরি' জনকের কর,
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর!

(৪)

ত্যজিয়া তোমার কোল, যৌবনে এখন
হেরিলাম কত দেশ কত সৌধ মালা,
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ অন্ধ নয়ন।
ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা।
তোমার প্রান্তর নদী পথ, সরোবর,
অন্তরে উদিয়া মোর জুড়ায় অন্তর।

(৫)

তোমাতে আমার পূর্ব্ব পিতা, পিতামহ,
জন্মেছিলা একদিন আমারই মতন।
তোমারি এ বায়ুতাপে, তাহাদের দেহ
পুষেছিলা, পুষিতেছে আমারি যেমন।

জন্মভূমি জননী আমার যথা তুমি,
তাঁহাদেরও সেইরূপ তুমি মাতৃভূমি।

(৬)

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে, জীবলীলা শেষে।
তাঁদের শোণিত, অস্থি, সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়াছে গো মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এদেহ আমার,
তোমারি ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

৺গোবিন্দচন্দ্র দাস।

অনুশীলনী।

১। এই কবির শোচনীয় জীবনী সম্বন্ধে কি জান?

২। কবিতাটির বৈশিষ্ট্য কি?

৩। "এ অন্ধ নয়নের" অন্ধ শব্দের অর্থ কি?

চির মাতা।

তুমি যদি হতে ব্যর্থ মরুভূ উষর
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কঙ্কর।
হতে যদি আলোহীন. তুহিনের দেশ
নাহি যেথা শ্যামশোভা, গীতগন্ধ লেশ,
হতে যদি বর্ব্বরের বিহারের ভূমি
তবু এই জীবনের তীর্থ হতে তুমি!
এই মত ভক্তিভরে প্রদোষে প্রভাতে
তোমার চরণ ধূলি লইতাম মাথে।
তোমার অতীত মোরে করেনি পাগল,
ভাবী আশা করিছে না আমারে চঞ্চল
জন্মক্ষণে শিশু চিনে যেমন মাতায়
আমিও তোমারি মাগো, চিনেছি তোমায়।
আমি জানি ভাগ্য মোর তব সনে গাঁথা
জন্ম জন্মান্তর হতে অয়ি চির মাতা।

প্রমথ রায় চৌধুরী।

অনুশীলনী।

১। সনেট কাহাকে বলে? ১ম বাংলা ভাষায় কে সনেট রচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন? সনেট রচনার নিয়ম কি? এই সনেটটীর—ভাবার্থ বল।

২। কোন ইংরাজী কবিতার সহিত ইহার ভাবসাম্য আছে?

টীকা:—কঙ্কর—কাঁকর, তুহিন—তুষার, প্রদোষ—সন্ধ্যা।

দেশভক্তি।

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভাল ? স্বদেশ জননী ?
কহি বটে, "তুই মোর সাধনার ধন, নয়নের মণি।"
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি, সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন; অলীক বচন।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হয়ে হেন র'ব কত কাল ?
পূত-শুদ্ধ কর, মাগো, দূর কর মনের জঞ্জাল।
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসেতে মগ্ন আমি ; কই ঝরে নয়নের লোর ?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন ;
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন ?
কোটি কণ্ঠে রোগে, শোকে, শুনি উঠে তীব্র আর্ত্তনাদ !
আমি হাসি "হাহা" করে' ; নাহি চিন্তা, নাহিক বিষাদ !
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয় ;
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে, বচনেতে নয়।
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে প্রাণ ;
কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ফূর্ত্তি, অন্তর্য্যামি ! কর মোরে দান।

অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ !
সত্য সত্য বুঝি যেন জননী-রূপিণী আমার স্বদেশ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু

অনুশীলনী।

১। প্রকৃত দেশভক্তি কাহাকে বলে ? দেশভক্তি সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখ। প্রকৃত দেশভক্তির পরীক্ষা কিসে হয় ?

২। কবিতাটির ভাবার্থ বল।

ভক্ত ভারত।

এই ভারতের প্রাণের অর্ঘ্য ধৃত অঞ্জলি পুটে,
অই বিধাতার পাদপীঠ-তলে চিরদিন আছে উঠে'।
উদঞ্জলিরে হিমগিরি কয় বিশ্বের লোক যত,
কুন্দ-কূটজ—গন্ধে তাহার নিখিল শ্রদ্ধানত।
ভক্তিতে তার চোখে ধারা বয় দেবতার শুভনামে,
ব্রহ্মপুত্র-রূপে দর দর বয়ে' যায় ধরাধামে।
রেখেছেন প্রভু পাণি প্রসন্ন ভারতের শিরে স্নেহে,
পাঁচটি আঙুল জাগে মঞ্জুল পঞ্চনদের দেহে।
গঙ্গায় তাঁর করুণার ধারা শুভাশিস মঙ্গল,
ললাটে কণ্ঠে শতমুখী হয়ে ঝরিতেছে অবিরল,

বহিতেছে জ্ঞান-পুণ্য, বিরচি' কূলে কূলে তপোবন,
বিতরি' তীর্থে মঠ মন্দিরে পারমার্থিক ধন।—
ধরণীর সুখে, তরণীর বুকে, বারিধি বক্ষতলে,
গ্রামে, জনপদে, পুরে, প্রান্তরে,—পণ্যে, শস্যে, ফলে,
ইহ জীবনের স্পৃহনীয় ধন জমিতেছে অবিরাম,
স্নানে পানে রত জীব লোক যত গাহিছে হর্ষসাম।
এ যে অনারত আশিসের ধারা ভক্তের সংসারে,
এ হেন ভারতে বিশ্বে কেহ কি নিঃস্ব করিতে পারে?

অনুশীলনী।

১। এই কবিতার ভাবার্থ বল।

২। গঙ্গা, পঞ্চনদ, ব্রহ্মপুত্র ও হিমাদ্রির সহিত কিসের কিসের দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গা কিরূপে ভারতকে ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদ্ দান করিতেছে, দেখাও।

৩। টীকা কর—উদঞ্জলি, পাদপীঠ, কূটজ, অনারত, পারমার্থিক,

বঙ্গবাণী।

জি—জয় তব জয় এ ভুবনময় দীন দুখীদের জননী।
যুগে যুগে যুগে তব পাদযুগে প্রণত নিখিল অবনী

অনশনে ম্লান তোমার আনন,
জীর্ণ তোমার ভূষণ ভুবন,
তবু শত মণি-মুকুটে শোভন তব ধূলিমাখা চরণই
চারি—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র আপন অঙ্কে বহিয়া,
পিয়ায়েছে তোমা, সোমরস ধারা, জ্ঞান-ত্রিদিবের অমিয়া।
মহাভারতের বারিধি অতল
চিন্তামণিতে ভরেছে আঁচল,
ঋদ্ধ করেছে রামায়ণী ধারা পতিত-পাতকি-পাবনী।
শিরে—করিছে আশিস তোমায় গিরীশ চির ভস্মপ্রদানে,
তুমি মা মেধ্যা মেনকারাণীর অশ্রুসলিল সিনানে।
দ্বৈত কাম্য দণ্ডকবন,
রচেছে তোমার দর্ভ-আসন,
বৃন্দাবনের সুরভিরা তব যোগায় ভোগের নবনী
তব—বিজয়-তূর্য্য বাজে য়ুরুপার চূড়া-গুম্বজ মিনারে,
নিশীথ-সূর্য্য, রমার শ্রীকরে প্রেরিল অর্ঘ্য তোমারে,
দূর কানাডায় জাগে বিস্ময়,
মেরুতে মেরুতে জয় জয় জয়।
ইরাণ তুরাণ বসরাই গুলে সাজায় তোমার তরণী॥
কল—কণ্ঠে তোমার অভয়-মন্ত্র দৃষ্টিতে তব অমৃত,
পরশে তোমার লভে অপসার পাপ শাপ তাপ অনৃত।

চিত্তে মা তব অমেয় ভক্তি,
সঙ্গীতে নব অজেয় শক্তি,
তব পদ সেবা, অপবর্গদা—স্বর্গের অধিরোহণী ॥

অনুশীলনী।

১। বেদ-বেদান্ত, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি বঙ্গসাহিত্যকে কি ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে ?

২। ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।

টীকা—চিন্তামণি—ভাবরূপ মণি, মহাভারত হইতে বঙ্গসাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উপাদান আহৃত হইয়াছে। মেনকা......সিনানে,—আগমনী বিজয়ার সঙ্গীতের কথা। দণ্ডক, দ্বৈত, কাম্য—রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত ঋষিগণাধ্যুষিত কানন। বৃন্দাবনের সুরভিরা—বৈষ্ণব সাহিত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। নিশীথসূর্য্য...... তোমারে—রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া। ইরাণ তুরাণ......তরণী,—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে পারস্যসাহিত্যের প্রভাবের কথা।

ভারত আমার।

(১)

ভারত আমার, ভারত আমার ;
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী
দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প
কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা।
(কোরাস) ঃ—ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?—
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

(২)

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।

সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম,
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
(কোরাস) :—ভারত আমার, ইত্যাদি।

(৩)

আর্য্য-ঋষির অনাদি গভীর
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি
নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাদের গরিমাময় এ অতীত
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস) :—ভারত আমার ইত্যাদি।

(৪)

ভারত আমার, ভারত আমার
সকল মহিমা হউক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব।

যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানববংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।

(কোরাস) ঃ—ভারত আমার, ইত্যাদি।

(৫)

চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা-আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেব-ভূমির প্রতি তৃণ'পরে
আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।

(কোরাস) ঃ—ভারত আমার ইত্যাদি।

৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

অনুশীলনী।

১। ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে কি জান বল।

২। "সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র" "যাদের মধ্যে তরুণ তাপস"—এই রাজার পুত্র ও তরুণ তাপস কে? ব্যাখ্যা কর—চোখের সামনে...

ভারতবর্ষ। কবি ভারতকে 'এসিয়ার তীর্থক্ষেত্র' বলিয়াছেন কেন?
"যেখানে মানব মেলিল নেত্র"—এ নেত্র শব্দের অর্থ কি?

৩। টীকা কর—উপনিষদ্, সোঽহং, ভগবদ্গীতা ও পুষ্পবৃষ্টি।

ভারতের ভবিষ্যৎ।

বল বল বল সবে, শত বীণা বেণুরবে,
ভারত আবার জগৎ সভায়, শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনও অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব কাহিনী॥
(কোরাস্ঃ—) বল বল বল ইত্যাদি;
বিদুষী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী সীতা, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,

বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি
আমরা তাদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাদেরই সন্ততি ॥
(কোরাস) :—বল বল বল ইত্যাদি।
ভোলে নি ভারত ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই, করেছিল ভাই
সকল ভারত নন্দনে!
ভুলি হিংসা দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটী প্রাণী হয়ে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম বন্ধনে।
(কোরাস)—বল বল বল ইত্যাদি।

শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন।

অনুশীলনী।

১। কবি যে মহীয়সী ভারতমহিলাদের নাম করিয়াছেন—তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। নানক সম্বন্ধে কি জান? তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কাহারা অনুসরণ করে?

২। কোরাস কাহাকে বলে? কোরাস যাহাতে আছে এরূপ

কোরাস যাহাতে আছে এরূপ ২।১টী গানের নাম কর। বর্ত্তমান কালে ভারতে অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক কে?

টীকা—ভারত মহিলাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় 'ভারতীয় বিদুষী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মা আমার।

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর—
দুঃখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার!
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাট সুখ দুঃখ—কে রাখে হিসাব তার?
তুমি যবে চাহ কাজ—মা আমার, মা আমার।
অতীতের কথা কহি বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান—গাব তবে অনিবার
মরিব তোমারি তরে মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।

শ্রীকামিনী রায়।

অনুশীলনী।

১। ব্যাখ্যা কর—অনল পুষিতে......মা আমার।

২। এই স্ত্রীকবির ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

মা'র প্রতি।

করিলি দান আমার প্রাণ আপন হৃদি রুধিরে,
রাখিলি মোরে বুকের প'রে তুলিয়া !
আমি যে দীন, সে মহাঋণ কেমনে মাগো শুধিরে ?
যাইব কোথা তোমার কথা ভুলিয়া !
নাহিগো যদি সেরূপ জ্যোতি, কি আছে তাহে ক্ষতি মা !
ও-হিয়া মাঝে স্নেহ তো রাজে তেমনি !
বিগত সব তব বিভব, অতীত তব গরিমা ;
তবু তো তুমি জনম-ভূমি জননী !

এমন করে' স্নেহের ভরে, বাঁচালি সুধা পিয়ায়ে
কেন মা, যদি না পারি ক্ষতি পূরাতে ?
সহি এ-হেন যাতনা, কেন রাখিলি বুকে জীয়ায়ে ?—
যদি না পারি ও আঁখিবারি-মুছা'তে ?
দুখিনী বলে' উঠেছে জ্বলে' আজি এ প্রাণে বেদনা ;
নয়ন ভরি' পড়েগো ঝরি ভকতি !
মিনতি করি চরণ ধরি,' কেঁদনা মাগো কেঁদনা !
তব এ দুখে জেগেছে বুকে শকতি !
আজকে, তোরে দ্বিগুণ করে' জননি ভালবেসেছি ;
ভকতি সনে জেগেছে মনে বেদনা !
কেটেছে মোর তন্দ্রাঘোর এসেছি, ছুটে এসেছি ;
কেঁদনা আর কেঁদনা মাগো, কেঁদনা।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

অনুশীলনী।

১। ব্যাখ্যা কর—দুঃখিনী বলে......ভকতি।
২। কবি মাতৃভূমির নিকট কোন্ ঋণের কথা বলিয়াছেন ?

টীকা—কবিতাটি ছন্দোমাধুর্য্যের জন্য আবৃত্তির যোগ্য। বাৎসল্য ও ভক্তিরসের মিশ্রণে কবিতাটি সুমধুর। সন্তান আপন অক্ষমতার জন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত। কিন্তু জননীর বেদনা দেখিয়া সন্তানের নয়নে যেমন 'ভক্তি ঝরিতে' লাগিল, বাহুতে তেমনি নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিল।

নকল গড়

(রাজস্থান)

"জলস্পর্শ করব না আর" চিতোর রাণার পণ—
"বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।"
"কি প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে'; সাধবে তা আজ"—কহেন মন্ত্রিগণ
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয় সাধব আমার পণ!"
বুঁদির কেল্লা চিতোর হ'তে যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই মহা মহাশূর।
হামু রাজা দিচ্চে থানা
ভয় কারে কয় নাইক জানা
তাহার সত্য প্রমাণ রাণা পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রি কহে যুক্তি করি—"আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মত নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙ্গে ধূলির পরে,
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী।"-
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে নকল কেল্লা পাতি

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আস্‌ছে ফিরে স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে—"কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে করবে নতশির ?
নকল বুঁদি রাখ্‌ব আমি হারাবংশী বীর।"

মাটির কেল্লা ভাঙ্‌তে আসেন রাণামহারাজ।
"দূরে রহ"—কহে কুম্ভ,—গর্জ্জে যেন বাজ।
বুঁদির নামে কর্‌বে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা, রাখ্‌ব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ—"দূরে রহ রাণা মহারাজ !"

ভূমির পরে জানু পাতি,' তুলি' ধনুঃশর,
একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।
রাণার সেনা ঘিরি, তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে, পড়ল ভূমি' পর।
রক্তে তাহার ধন্য হ'ল নকল বুঁদির গড়।

রবীন্দ্রনাথ



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—১০০ পৃষ্ঠা।

দুঃখ ব্যথা।

ভারতে কালের ভেরী।

(১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে)

(১)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।—
ঐ শুন ঘোর ঘন ভীম-নাদ তার।
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে,
উঠিল পূরিয়া দিক্ প্রাণি-হাহাকার!
বাজিল অকাল-ভেরী বাজিল আবার!

(২)

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারি ধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী, হা অন্ন হা অন্ন করি,
টলিতে টলিতে ধায় চক্ষে নীর ধার;
—ধরাতলে চলে ধীরে কালির আকার।

(৩)

—দেখরে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণ দেহ চাহি আছে জননী বদন ;
আকুল জননী তার, —মুখ চাহি বার বার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
—ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ !

(৪)

হের কত জন আহা উদর জ্বালায়—
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পালায়,
তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে মা'মা' বাণী
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

(৫)

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল,
নৃত্য করে অনশনে, মুক্ত করি চুল,
নৃত্য করে ভেরী-নাদে কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ বঙ্গবাসী, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ।

(৬)

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান,
ফিরিছে উন্মত্ত ভাব উল্কার প্রমাণ,
দন্ত-ঘরষণে শব্দ ভারত ভুবন স্তব্ধ
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান,—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

(৭)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,
নন্দিনী-নন্দনরূপ সুখপুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে অচিরে নীরব হবে,
শকুনি বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত-অস্থিময়।

(৮)

আজি হাসিভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি র'বে শব দেহ হবে সবে,
শৃগাল কুক্কুরে মিলি করিবে উৎসব,
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব।

(৯)

কেমনে হে বঙ্গবাসি, নিদ্রা যাও সুখে ?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে নাকি দুখে ?
নিজ সুত পরিবার, না জানিছে অনাহার
ভাবিয়ে, না চাহ কিহে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে নাকি বুকে ?

(১০)

ক্রোড়ে ধরি হের যবে পুত্র কন্যাগণ
ভাবিয়া জগৎ মাঝে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে, সেই সব শিশুগণে,
অন্ন বিনে মরে যায় করিয়া রোদন ?
তাহারাও ঐরূপই নয়ন রঞ্জন।

(১১)

হে বঙ্গ-কুল কামিনী আর্য্যা যত জন,
জান যারা পতিপুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার, বদন সে সবাকার,
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন,
নিরন্ন বিষন্ন পতি, জনক, নন্দন।

(১২)

একদিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান নাকি বঙ্গবাসি যাতনা কি তায় !
আজি সেই অনশনে, দারুণ হতাশ মনে
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায়, হায় !
তবুও চেতনা কিহে নাহি হয় তায় ?

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুশীলনী।

১। দুর্ভিক্ষের ভীষণ দৃশ্য বর্ণনা কর।

২। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ—

(ক) কি কি কারণে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে ? (খ) দুর্ভিক্ষের সময় দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি ? (গ) সরকার বাহাদুর দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে কি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন (ঘ) দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধের ও নিবারণের উপায় কি ?

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) চলেছে প্রাণীর কুল........করিছে ভ্রমণ। (খ) নাশিতে সে..................আর।

৪। টীকা কর—প্রাণীর কুল (?), কালির আকার, হা-অন্ন, পঙ্গপাল, অন্নের কারণ (?), অভুক্ত (?), অনাথিনী (?)।

শ্রীমন্তের বিনয়।

(কোটালের কাছে)

কাঁকালে নায়ের দড়া পিঠে মারে ঢেকা।
দিবস দুপুরে হৈল সাত নায়ে ডাকা॥
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে ;
খানিক পরাণ রাখ বিষম বিপদে॥
শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্ত ভাবে ধন !
ঘুষ দিয়া কোটালের তুষিলেক মন॥
ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরস বদন।
শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন॥
মর্ত্ত্যের দুর্ল্লভ দেখ মনুষ্য-জনম।
অল্পকালে মোরে ভাই ডাকা দিল যম॥
স্নান দান করি, যদি দেহ অনুমতি।
তোমার প্রসাদে হয় পরলোকে গতি॥
হাসিয়া ইঙ্গিত তবে কৈল নিশাপতি।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে যত সেনাপতি॥
সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা।
স্নান করি ধরে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা॥

যব তিল কুশ নিল করেতে তুলসী।
তর্পণে করিল তুষ্ট দেব পিতৃ-ঋষি ॥
তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি।
মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী ॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী।
এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি ॥
তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই।
উজানী নগরে দেখা আর হবে নাই।
তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পোষিণী।
তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী ॥
তর্পণের জল লহ জননীর মা।
উজানী নগরে আমি আর যাব না ॥
তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা।
তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাথা ॥
সবাকারে সমর্পিলুঁ আপন জননী।
এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি ॥
ঘন ঘন ডাকে তারে নিশির ঈশ্বর।
ত্বরিতে হানিব তোরে বিলম্ব না কর ॥
ডাকিয়া কোটাল কহে নিদারুণ কথা ;
এখনি মরিবি তুই কি করে দেবতা ॥

স্নান করি সওদাগর উঠিলেন কূলে।
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা তথা পাইল আঁচলে॥
জননীর কথা তখন হইল স্মরণ।
পুনরপি কোটালের ধরিল চরণ॥
কাটিহ আমারে এক দণ্ড বিলম্বনে।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণে॥
কোটাল সাধুর বোলে দিল অনুমতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু পূজেন পার্ব্বতী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৺মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

অনুশীলনী।

১। শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্বন্ধে কি জান? শ্রীমন্তের উপাখ্যানটি বল।

২। কোন্ রসের জন্য এ অংশটি এত সুন্দর। এই অংশের ক্রিয়াগুলির আজকাল কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখাও।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল।

কাঁকাল, ডাকা, মেলানি, ঢেকা, সমর্পিলুঁ মশান ও ছিরা।

টীকা—কাঁকাল—কোমর। ঢেকা—ধাক্কা। ডাকা—ডাকাতি। সরস—প্রসন্ন। নিশাপতি—কোটাল বা কোতোয়াল। পাইকের ঘটা

—প্রহরীর দল। ছিয়া—শ্রীমন্তের ডাকনাম। খেলাবার ভাই—খেলার সাথী। পোষিনী—ধাত্রী, পালিকা। মেলানি—বিদায়। নিশির ঈশ্বর—কোতোয়াল।

গাভীহারা।

ধনদৌলত মধ্যে পুঁজি ছিল কেবল একটি গাই,
হায় দুনিয়া আঁধার আমার আজ গোয়ালে সেইটি নাই।
উঠান ভরা আছে শুধু চারটি তাহার ক্ষুরের দাগ ;
কাঁদায় আমায় আধ-খাওয়া তার চাকড়াভরা ন'টের শাক।
বাছুরটি তার পড়ছে শুয়ে কোলের কাছে গুটিশুটি
হাম্বা ডাকটি শুন্‌লে দোঁহে আচম্‌কা আজ চম্‌কে উঠি।
মা' বলে ঠিক্ দাঁড়াত সে ফিরে এসে উঠানটিতে,
ভরতো না পেট চরাণীতে হায় রে গোটা খরাণীতে।
কাজ ফেলে সব, ছুটে যেতাম ভাতের ফেনের গামলা নিয়ে,
গা'র ঘাম তার নিতাম মুছে আপন শাড়ীর আঁচল দিয়ে।
লক্‌লকিয়ে উঠেছে ঘাস জষ্টীমাসের পশলা পেয়ে,
সবুজ পাথার এসে আজ ঐ ডহর পগার ফেল্লে ছেয়ে।
পায়ের দাগে দাঁড়াল জল ধানের পোআ উঠল ঝেড়ে'
হায়রে আমার শূন্য গোয়াল, গড়াগড়ি দুধের কেঁড়ে।

বাগানমুখো কখনো সে হয়নি চারা গাছের টানে,
খোঁয়াড়ে তায় হয়নি যেতে, ধায়নি কারো খামার পানে।
মরে' গেলেও পরের ক্ষেতে ঢুক্‌বো ছিঁড়েও খায়নি ভুলে,
শিঙদুটি তার মস্তছিল মারেনি তা' কাউকে তুলে।
হাত না দিতে বাঁটগুলিতে ঝর্‌ত রে দুধ বাদলধারে
মোড়টি তাহার দুই হাতেতেও ধরতে কেহ পারত নারে।
বাছুরটি তার ঢুঁড়ে বেড়ায় পায়নাক মায় ঘাটে মাঠে,
গাল বেয়ে তার ধারা ঝরে চোখ বুজে মোর হাত-পা চাটে।
পাতা কুটাই পেত সদাই—পেত না খোল্ জাব্‌না তত,
শরীর ছিল নাদুশ-নুদুশ-নরম ছিল,—ননীর মত।
পিঠটি ছুঁলে ঢেউ খেলিত লোম নাচায়ে সকল গায়ে,
গলাটি তার বাড়িয়ে, ঘাড়ে রাখত সে মুখ চুলের ছায়ে।
ঘর না ছেয়ে খড় ক'টি হায় রেখেছিলাম যত্নে বুকে
কে খাবে সেই সঞ্চিত ধন? যাক্‌গে পুড়ে আখার মুখে।
ত্রিসংসারে নেই কেহ মোর মাত্রপুঁজি ছিলই সে যে,
তাই ত আমার গাইয়ের গোয়াল ছিল শোবার ঘরের মেজে
ফুরাল হায় পোয়াল জ্বেলে গোয়ালে সাঁজ সাঁজাল আজ।
তার বিহনে শ্মশান এ-ঘর ফুরাল মোর সকল কাজ।

অনুশীলনী।

১। কবিতায় গাভীটির যে রূপগুণের আভাস দেওয়া হইয়াছে—

তাহা বর্ণনা কর। গাভীটির জন্য অনাথা স্ত্রীলোকটির যে বেদনা তাহা শুধু গাভীটি দুগ্ধবতী ছিল বলিয়া—না—অন্য কোন কারণ আছে?

২। গোসেবা সম্বন্ধে এক নিবন্ধ লিখ। গাভী আমাদের দেশে দেবীত্ব লাভ করিয়াছে কেন?

৩। টীকা কর—চাকড়া, থরাণী, চরাণী, গুটীগুটী, সবুজপাথার, ডহর পগার, বাগানমুখো, গোঁয়াড়, মোড়, নাদুসনুদুস, সাঁজ সাঁজাল।

কাজলা দিদি।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে লেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই—
মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

সেদিন হতে' কেন মা আর দিদিরে না ডাকো;—
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখ্‌টি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে' ডাকি তখন,
ও ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসেনাকো?
আমি ডাকি তুমি কেন চুপটি করে থাকো?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে !
দিদির মত ফাঁকী দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' রবে,
আমিও নাই—দিদিও নাই—কেমন মজা হবে।

ভূঁই চাঁপাতে ভরে গেছে শিউলী গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল।
ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিও না মা, ছিঁড়্‌তে গিয়ে ফল
দিদি এসে শুন্‌বে যখন, বলবি কি মা বল্।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?
লেবুর তলে পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাইতে জেগে রই
রাত্রি হ'লো মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চী।

অনুশীলনী।

১। কবিতাটিতে কবি কোন রসের সঞ্চার করিয়াছেন ?

২। ঠিক সন্ধ্যাকালেই শিশু তাহার দিদির জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছে কেন ?

৩। টীকা কর—শোলক-বলা, পুতুল বিয়ে, জোনাই।

টীকা—কবিতাটি আবৃত্তির যোগ্য,—ইহাতে কারুণ্য, সারল্য, তারল্য ও ভাবের স্বচ্ছতা লক্ষ্য করিতে হইবে। শিশু মৃত্যু কাহাকে বলে জানে না, শিশুর চিত্ত সেজন্য একবারে নিরাশ নহে, কিন্তু বড়ই চঞ্চল ও ব্যথিত। শিশুর অজ্ঞানতময় স্বভাব মধুর সারল্য ও জননীর ক্লেশ-রুদ্ধ বেদনার ব্যঞ্জনা কবিতাটিকে বড়ই করুণ করিয়াছে। পরোক্ষ ভাবে কবি যে জননীর বেদনার আভাস দিয়াছেন—তাহা নীরবতার মধ্যে যতটা ফুটিয়াছে—১০পাতা বেদনার বর্ণনা করিলেও ততটা ফুটিত না। শিশুর মুখে যে কথাগুলি কবি বসাইয়াছেন—তাহা শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, শিশুর ক্ষুদ্র জ্ঞানজগতের গণ্ডীর বাহিরে শিশুকে কোনো খানে লইয়া যায় নাই। শিশু-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব কত বেশী তাহাও কবি দেখাইয়াছেন। সন্ধ্যা-প্রকৃতির সহিত কাজলা দিদির ভালবাসার স্মৃতি এত নিবিড় ভাবে জড়িত যে, শিশুর চিত্তকে উহা অসহিষ্ণু আকুলতায় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। (শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে এইগুলি বুঝাইয়া দিলে, ছাত্রগণ কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারিবে।)

——:*:——

পল্লীপ্রীতি ৷

রাঢ়ের পল্লী ।

অমর-কানন এযে অমর-কানন !
বন কে বলে রে ভাই এযে তপোবন ।
এর দক্ষিণে গিরি নদী কুলুকুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি, ফুলে ফুলময়,
হেথা—ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিণা মলয়,
মহুয়ায় মউ খেয়ে মন উচাটন ॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ হাসি হাসে হেথা কচি দুব ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুসী ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি যে ভেঙ্গে হরিতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় পাখী, গানের মাতন

হেথা ক্ষেত ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ সাথে খেলা খেলি অনুখণ ॥

মোরা বটতলে বসি করি রামায়ণ পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষীভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন ॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

অনুশীলনী।

১। টীকা কর—শালবীথি, মউ, অঘ্রাণ, বেণুবাজা, অমর-কানন।

পাদটীকা।—রাঢ়ের তরুণ কবি রাঢ়ের পল্লীর যে চিত্রটি দিয়াছেন—তাহা বড়ই রমণীয়। এই কবিতাটি পড়িলে আর একজন রাঢ়-কবি কুমুদ-রঞ্জনকে মনে পড়ে। ভাষা ও ছন্দের তারল্য ও পল্লীগোষ্ঠের সারল্য দুইয়ে মিলিয়া এই মধুর সৃষ্টি। ১০ম, ১৩শ, ১৬শ, ও ১৭শ পংক্তির সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়।

নোটন।

নাহি কাজ তার, নাহি অবসর, বাড়ীবাড়ী ফেরে ঘুরি,'
সারা গ্রামখানি খুঁজে দেখ তার মিলিবে না আর জুড়ী।
কতক গোয়ালে কতক মাঠেতে, ফেরে গরু তার যত,
বেড়াহীন গাছ ছাগলেতে খায়, দেখিতে পায় না সেত।
জনমজুরেতে লাঙল চালায় আধা দিন দেয় ফাঁকি,
মাঠে যেতে বল নোটনকে আর পাবেনাক দেশে ডাকি।
'নূতনহাটে' সে সাতবার যায় নিত্য পরের লাগি,
পরের বিপদে ঘুম নাহি চোখে কাটায় যামিনী জাগি,
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা, করিছে চড়ুই-ভাতি
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে চাকর চাহিনে তার
সব কাজ তার নোটন করিবে কাছে রবে অনিবার।
সে তোমার চিরবাধ্য চাকর, করে না কিছুরই আশা
বকো না হাজার কমিবে না তার কিছুতেই ভালবাসা।
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায়, ধার করে দেবে এনে,
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার, শেখে না ঠেকিয়া জেনে।

সকলের কাজ করিবে সে হেসে, আপনার কাজ ছাড়া,
আপনি ভুগিবে পরের লাগিয়া এম্‌নি আপনাহারা।
ভায়েরা বকিছে দিনরাত, তবু লজ্জা ত নাহি তার :
আপনার চেয়ে, গ্রামবাসী তার আরো যেন আপনার,
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয় না পয়সা হাতে,
লক্ষ্মী ছাড়ার কোন খেদ নাই, কোন দুখ নাই তাতে।
নাহিক অভাব, তেম্নি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে।
গিয়াছে কমলা, হৃদয়-কমল, তেমনি ফুটিয়া আছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অনুশীলনী।

১। নোটনের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। শেষ দুই পংক্তি ব্যাখ্যা কর।

৩। টীকা কর—জুড়ী, চড়ুইভাতী, ও আপনাহারা।

টীকা—লোকে নোটনের মত যুবককে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না—কিন্তু এই শ্রেণীর যুবকদেরই প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে। অনেক লক্ষ্মীমন্ত অপেক্ষা এই রকম লক্ষ্মীছাড়ার সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয়তা বেশী।

দেশের লোক

ঝরঝরে' ঘরখানি উলুখড়ে কোন মতে ছাওয়া,
মাটীর দেয়ালে ক'টা ফাঁক দেওয়া—আসে
আলো হাওয়া।
বাঁশের খুঁটিতে আঁটা, পাশে দুটী দাওয়া পরিপাটি—
নিকান' গোবর জলে, ধারে ভাঙা দরমার টাটি।

আরও দুটি ঘর আছে—একখানি প্রাচীরের পাশে,
বাহিরের একচালা—লোকজন যদি কেউ আসে—
ভিতরের গায়ে তারি পাকের চালাটি সবে তোলা,
কূপটী তাহারি ধারে, কাছে এক শস্যহীন গোলা।

গোরুর চালাটি আছে আঙিনার এক কোণ ঘেঁষে,
তারি ধারে সদরের আগলটি দেয়ালের শেষে,
আঙিনার মাঝখানে গোটাকত গাঁদা ও দোপাটি
পুঁই ও পালঙ্‌শাক—তারি পাশে লাউয়ের মাচাটি।

গাছপালা বেশী নাই, এক কোণে ডালিমের গাছে
ছেঁড়া নেকড়ায় বাঁধা ফল ক'টা—কাকে খায় পাছে।
তারি কাছে ঝাড়-কত দু'বছুরে' করবীর চারা,
থোকা থোকা রাঙাফুলে এই শীতে সাজিয়াছে তারা।

তুলসীর মঞ্চটি—তাই শুধু ইঁট দিয়ে গাঁথা,
তক্‌তকে বেদীখানি—পায়না পড়িতে ঝরাপাতা।
ঘরের গৃহিণী দিনে দশবার বেদীটি নিকায়
মূর্ত্তিমান নারায়ণ—সাঁজে নিজে দীপটি দেখায়।

নিয়ত প্রণাম করে—কাজ বা অকাজ সব ফেলে,
তাই পাশে দাগধরা' সিঁথার সিঁদুরে আর তেলে,
ছেলেটী তাহারি কাছে খেলা করে কাদামাটী নিয়ে,
যতবার ধূলা মাখে, ততবার ফেলে ঝাঁট দিয়ে।

রোজ আনে রোজ খায়, ঘর দ্বার কিবা হবে আর ?
খেটে এনে দিয়ে-থুয়ে বড় বেশী বাঁচে না সে তার।
ধর্ম্ম বল' কর্ম্ম বল' যাহা কিছু এই শুধু আছে,
ব্যথা পেলে বাহু তুলে জানায় তা আকাশের কাছে।

অবিচার অত্যাচার—ভাবে নিজ করমের ফল,
নয়নের জল ছাড়া তাই কিছু থাকে না সম্বল,
এই দেশ—এই লোক, হাসিও না শিক্ষা-অভিমানী
ধর্ম্ম জানে তার কাছে সত্য মূল্য কা'র কতখানি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অনুশীলনী।

১। বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহস্থালীর বর্ণনা কর।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ কোন্ শিষ্ট শব্দের অপভ্রংশ বল :-
সিঁথা, সিঁদুর, আ॰ল, আঙিনা, পঁুই, গাঁথা, ও বাঁচে।

টীকা—বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহসংসারের অবিকল বর্ণনাটি লক্ষ্য করিতে হইবে। কবিতাটি সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে লেখা।

মা-লক্ষ্মী।

আজ—কতদিন তুমি গিয়েছ কমলা, কুটীর আঁধার করি,
ক্ষেতের ফসল গেছে তব সাথে,
'ধবলী' 'কপিলা' নাহি গো-শালাতে।
নদী সরোবরে জল নাহি আর কেমনে তৃষ্ণা হরি' !
এস মা লক্ষ্মী, বস' মা লক্ষ্মী, থাক' মা লক্ষ্মী ঘরে,
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি বা অভাবে সরায়ে পুণ্য করে।

কোন দূরদেশে রয়েছ জননী, কোথা খোঁজ পাব তব ?
অনুদিন মোরা রোগের জ্বালায়,
করুণ-কণ্ঠে করি হায় হায় !
জননী তোমার আশা-পথ চেয়ে কত দিন বেঁচে র'ব ?
এস মা লক্ষ্মী, ইত্যাদি।

চঞ্চলা, অচলা হইয়া থাক গো মোদের গেহে,
তোমার আশিস বর্ম্মের মত
মোদের ঘেরিয়া থাকিবে নিয়ত,
লুপ্ত-গরিমা আসিবে ফিরিয়া শক্তি জাগিবে দেহে ;
এস মা লক্ষ্মী, ইত্যাদি।

গো. স্বস্তি-বাচন শান্তির জলে স্ব স্থ্য আনগো দেশে,
পদ্মহস্তে বেদনা সরায়ে
চির-নিরাময়-তিলক পরায়ে
আজি এ বিরাট অনশন মাঝে বারেক দাঁড়াও এসে !
এস মা লক্ষ্মী, ইত্যাদি।

জননী তোমার বন্দনা-গানে ভুবন গিয়েছে ভরি,
এমন লক্ষ্মী-পূর্ণিমা নিশি
কুসুম-গন্ধ ছুটে দশদিশি,
ধন্য জীবন মহিমা তোমার আজ কীর্ত্তন করি।
এস মা লক্ষ্মী ইত্যাদি।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

অনুশীলনী।

১। কবি এই কবিতায় যে পল্লীর লক্ষ্মীছাড়া দশার কথা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণনা কর।

২। টীকা কর—কপিলা, স্বস্তি-বাচন, পদ্মহস্ত ও আশিস।

চাষার বেগার।

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ ;
পরের কাজে কাট্‌বে সারাদিন
রইল পড়ে' ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাট্‌ছে সব দিনে ও রেতে,
শেষ 'জো'য়েতে রুইব বলে
বেরিয়ে ছিলাম আজ ;—
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ!

লোকের ক্ষেতে নতুন চারাগুলি
সবুজ, যেন টিয়ে পাখীর পাখা ;
পাটের ডগা লকলকিয়ে উঠে
বালুঘাটের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে,
আস্‌ল ধেয়ে গাঁয়ের পানে ;
পল্লীপথ গরুর খুরে
হল যে কাদা মাখা
শস্য ভারে পড়্‌ল চরা ঢাকা।

উপরঝরণ—দারুণ বাদলে
ভাস্‌ছে জলে জীর্ণ কুঁড়ে খান ;
মোড়লের ঝি ভাব্‌ছে অধোমুখে
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটীর প্রাণ।
'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে',
দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুঁজে,
সুদের দায়ে দাদাঠাকুর
গোপালে দিলে টান ;
রুইতে পেলে হ'ত ক'বিশ ধান।

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দুটী পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিল্‌ল নাকি পল্লীখানি খুঁজি ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতেই হবে রাজার বাড়ী,
স্বর্ণ চূড়ার বর্ণ সেথায়
মলিন হ'ল বুঝি !
যাচ্ছি চল চক্ষু কাণ বুঁজি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

অনুশীলনী।

১। চাষার আক্ষেপের প্রকৃত কারণ কি বুঝাইয়া দাও।

২। ব্যাখ্যা কর—"সারা সনের......বুঝি"।

টীকা—'জো'—সুযোগ,—এখানে রোপণের পক্ষে ক্ষেত্রের উপযোগিতা, রাজা—জমিদার, গাঙ—নদী, মোড়লের ঝি—চাষার পত্নী।

পল্লীগ্রামে প্রথম বর্ষায় জমি তৈয়ারী হইলে প্রত্যেক কৃষক প্রজাকে জমিদারের জমিতে বেগার দিতে অর্থাৎ বিনা মজুরীতে খাটিয়া দিতে হয়। অন্য কাজের জন্য সময়ে সময়ে প্রজাকে জমিদার বেগার ধরিয়া থাকে—রাজী না হইলেও অত্যন্ত জুলুম হয়। চাষার পক্ষে ১ম বর্ষার দিনগুলি বড়ই মূল্যবান—ঐ সময় তাড়াতাড়ি রুইয়া ফেলিতে না পারিলে সে বৎসরের ফসলই মাটী হইয়া যায়। ঠিক এই সময় যদি জমিদারের বেগার দিতে ডাক পড়ে—তাহা হইলে চাষা সারা বৎসরের মুখের গ্রাস হইতে বঞ্চিত হয়। প্রজার এই দুঃখ জমিদার বা মহাজন আদৌ বুঝে না। কবি এই কবিতায় দুর্ব্বল কৃষকের দুঃখ ও প্রবল জমিদারের নিষ্ঠুরতা কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন।

হংস-খেয়ারী।

(১)

তার সে ছোট কুটীরখানি অজয় নদীর পারে,
ছোট ছোট শিশুর গাছ ঐ জাগ্‌ছে চারি ধারে
বস্‌লে আঙিনায়
খেতটি দেখা যায়,
ছুটে ছুটে ভেড়া ছাগল আসে তাহার দ্বারে॥

তরুলতার রাঙা ফুলে চালটি আছে ঢেকে.
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাস্‌টী গায়ে মেখে।
নদীর কালজল,
কর্‌ছে টলমল,
হাঁসের সারি হেলে দুলে ডাঙ্গায় আসে বেঁকে॥

দুপাট ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার,
আট্‌টি জনের বেশী কভু নেয় না সেত ভার।
ঝিঞ্জে কচু পুঁই,
ভাবে কোথায় থুই,
হাটের লোকে আঁজ্‌ল-আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।

মামলা মোকর্দ্দমা. আর ধরার কোলাহল
পায় না সে ত শুন্‌তে, বিনা নদীর কলকল!

শুধু গঙ্গাস্নানে,
যায় 'কাটোয়া' পানে,
আদালতের নামে তাহার চরণ টল'মল।
চণ্ডী মায়ের সোণার 'কোগাঁ,' তার বুকেতে থাকে,
ভোরে উঠেই "লোচন"-দেবের চরণ-ধূলা মাখে।
গাজন, চড়ক রেতে
হৃদয় উঠে মেতে,
সুখে দুখে 'মঙ্গলা'রে হৃদয় ভরে' ডাকে॥

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অনুশীলনী।

১। কবিতাটীর মাধুর্য্য কিসে?

২। টীকা—কবিতার নামকরণের বেশ একটু চাতুর্য্য আছে। এই হংস-খেয়ারীর জীবন পল্লীর একটি অনাড়ম্বর সরল-মধুর আদর্শ ধর্ম্ম-জীবন। কোগাঁ—কোগ্রাম বা উজানী—কবির নিজেরই গ্রাম কাটোয়া—গঙ্গাতীরবর্ত্তী মহকুমা। লোচন—সাধক কবি লোচন দাস—কোগ্রামে তাহার নিবাস ছিল—লোচনের পাটের জন্য কোগ্রাম পুণ্যতীর্থ। মঙ্গলা—কোগ্রাম বা উজানী, কবিকঙ্কণের ধনপতি—শ্রীমন্তের নিবাস ছিল, শ্রীমন্ত-খুল্লনার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি এখনো এখানে অর্চ্চিত হয়।

স্মৃতি-পূজা।

কৃত্তিবাস।

আজিকে তোমার ভক্তগণের এশুভ মিলনে তোমারে স্মরি।
তোমার খড়ম ফিরে পেলে গুরু, নৃত্য করিগো শীর্ষে ধরি।
আজি হে সাধক তব ভিটা চুমে'
পরম তীর্থ তব বাস ভূমে—
ধূলায় লুটাই রামগুণ গাই, তব পদরজে তিলক পরি'।
বল্মীক গিরি হতে নরলোকে
ঝরিল গঙ্গা আদি কবি চোখে,
আনিলে তা'হতে শাখা ভাগীরথী, শ্যামল জীবনে বঙ্গ ভরি।
জানিনা তন্ত্র শ্রুতি সংহিতা,
তোমারেই জানি কাণ্ডারী মিতা,
ইহ সংসার গৃহ পরিবার, এ দেশে তোমার নির্দেশে গড়ি।
পল্লী-সন্ধ্যাগুলিরে হে কবি
করেছ মধুর পুণ্য সুরভি।
অসতীরে দিলে সতীপথে রতি, অগতিরে দিলে পারের কড়ি

নিত্য ঘুরিছ কুটীরে কুটীরে,
কঞ্চুকীসম ভিতরে বাহিরে,
মূঢ়ভক্তের নয়নের নীরে বালবিধবার বেদনা হরি'।
বাঙালী নারীর সতী-সাবিত্রী-মায়,
নিষ্ঠা ভক্তি প্রীতি প্রতিমায়,
তোমার অমল কীর্ত্তি ধবল তুমি রেখে গেছ অমর করি'।

অনুশীলনী।

১। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী নরনারীর জীবন ও চরিত্র গঠনে কি সাহায্য করিয়াছেন?

২। ব্যাখ্যা কর :—বল্মীক গিরি...বঙ্গ ভরি। নিত্য ঘুরিছ...হরি'।

৩। টীকা কর :—শাখা ভাগীরথী, শ্যামল জীবন, সংহিতা, কঞ্চুকী, সতী সাবিত্রী।

টীকা—বল্মীক গিরি......গঙ্গা.—মূল রামায়ণীধারা শাখাভাগীরথী—বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণ। বাংলার দরিদ্র অজ্ঞ পল্লীবাসিগণের কৃত্তিবাসী রামায়ণই বেদবেদান্ত দর্শন স্মৃতি সমস্তই একাধারে।

বিদ্যাসাগর।

(১)

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি. সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু। উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে
সেই জানে কতগুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে।
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি'
পরিমলে ফুলকুল দশদিশ ভরে
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

৺মধুসূদন দত্ত

(২)

বীরসিংহের সিংহশিশু, বিদ্যাসাগর বীর
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর।
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্যমূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার।
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ—
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।
ত্রিশ বছরে তোমার অভাব পূরলনাক হায়
তাইত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী।

১। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

২। উপরের কবিতা ২টিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে যে গুণের

উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে—তাহা বিবৃত কর। কবিতা দুইটার ভাবার্থ বল ও "বীরসিংহের......প্রত্যয়" এই অংশের বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৩। টীকা কর—হেমাদ্রি, দানে, বনেশ্বরী, উদ্বেলিত, কীর্ত্তিধাম, অকিঞ্চন ও বীরসিংহের সিংহশিশু, শীতলশ্বাসী ও স্বর্ণ চরণে।

দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানে।

স্তব্ধ 'সুরধাম'

কোথা হাসি, কোথা বাঁশী প্রীতি অবিরাম,
কোথা সুধীসম্মিলন রঙ্গরস আলাপন,
কোথা কলকণ্ঠে গীতি—মধুর বচন—
আজি শূন্য—আঁধার ভবন।
কোথা সুরসিক
রঙ্গরহস্যের কবি তেজস্বী নির্ভীক!
হাসি মুখে যার গালি দিল অমৃতের ডালি
বিদ্যুতে বিদ্রূপছটা অন্তরে অশনি,
পৌরুষের অকম্পলেখনী।

কার দেশমাতা

শুনিলা পুত্রের কণ্ঠে নিজ জয় গাথা,
শুনি সেই জয় গান গৌরবে ভরিল প্রাণ
কে ধরিল বক্ষমাঝে জননী চরণ ?
মাতৃ-অঙ্কে যাচিল মরণ ?
সে যে নাই আর
ক্ষুব্ধদেশ, স্তব্ধ বীণা—নীরব ঝঙ্কার,
যার কোলে সুপ্ত কবি দিগন্তে ডুবিল রবি
হে জননী ভারতী—কবির স্বদেশ।
উঠ দেখ প্রতিভার শেষ।

শ্রীগিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়

অনুশীলনী।

১। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কি জান? তিনি বঙ্গসাহিত্যকে কি সম্পদ্ দান করিয়াছেন?

২। টীকা কর:—সুরধাম, হাসিমুখে যার গালি, পৌরুষের অকম্প লেখনী, মাতৃ-অঙ্কে যাচিল মরণ।

দেশবন্ধু বিয়োগে—

নাই সে মরমী কবি মুক্তিকাম ধ্যানী,
পূজিত যে সর্ব্ব-জীবে নারায়ণ মানি',
নাহি সেই দাতাকর্ণ—শেষ শ্বাস তাঁর
মিশেছে হিমাদ্রি-অঙ্কে,—রুদ্র হাহাকার
তিস্তার তুরন্ত স্রোতে ভেসে আসে হায়,
মগ্ন দেশ ব্যথা ঝরা আষাঢ় ধারায়!
নবীন দধীচি যাও জয়মাল্য গলে,
দীপ্ত তব ললাটিকা যজ্ঞ-হোমানলে;
ভেদ-বুদ্ধি পরিহরি নিখিল ভারতে
তুলিয়াছ জয়ধ্বজা একতার পথে,
হে জনহৃদয়-রাজ—ন্যায়-বর্ম্মে সাজি'
দিয়াছ জীবন-বলি অগ্নিযুগে আজি!
জাগ্রত সে ভগবান্ তোমার পূজায়
বরদান করেছেন 'স্বরাজ' তোমায়,—
মৃত্যু-জয়ী আজি তুমি হে-মুক্ত-বৈষ্ণব,
লও এ-ভক্তের অর্ঘ্য হে মহামানব।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

দেবতা চলিয়া গেছ এমন্দির হ'তে,
মূর্ত্তি তব গেছে ভাসি' ক্ষুব্ধ জনস্রোতে,
পূত মন্দাকিনী-নীরে ! হেথা অভ্রভেদী—
শূন্য পড়ি' দেশ-বক্ষোবেদনার বেদী— ।
অভ্যাসের বশে লয়ে প্রসূন চন্দন
তেমনি বসিয়া আছি, আজিকে ক্রন্দন
বন্দনার সব মন্ত্র দিয়াছে ডুবায়ে,
রুধিয়া কণ্ঠের শঙ্খ, হোমাগ্নি নিভায়ে।
সিন্দূর গলিয়া হলো শোণিতের ধারা
গলে' যায় ষাট কোটি নয়নের তারা ।
তবু তব পুণ্যাসনে অন্য দেবতায়,
বরিব না। র'ব বসি তব নন্দী গাঁয়
বন্দি' তব পাদুকায় সকলে ঘিরিয়া
মাতৃ-সত্য পালি' তুমি আসিবে ফিরিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়—

(৩)

হে ত্যাগী—হে মহাবীর, দেশ-প্রেমে চির আত্ম-ভোলা
দানে চিরমুক্তহস্ত অন্তর আছিল তব খোলা,

নিরাশ্রয়ে দিলে স্থান, চলে গেলে হেন অকস্মাৎ,
প্রত্যয় মানে না মন, মনে হয় আজো তব হাত—
তেমনি করিবে দান, দেশ তরে র'বে সেই মত,—
পূরিবে তোমার সাধ ঘুচিবে অভাব খেদ যত,—
মানুষ মানুষ হ'বে ; হ'বে দেশে নব অভ্যুদয়,
নূতন অভয়-লোক, চিত্ত-বলে অপূর্ব্ব বিজয় ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অনুশীলনী।

১। দেশবন্ধুর জীবন সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

২। 'চিত্তরঞ্জন' এই নাম এবং তাঁহার 'দেশবন্ধু' উপনাম সম্পূর্ণ সার্থক কেন বলো। এই ক্ষুদ্র কবিতা তিনটীতে দেশবন্ধুর কি কি সদ্‌গুণ এবং মহত্ত্বের উল্লেখ আছে বল'। বঙ্গসাহিত্যের সহিত দেশবন্ধুর জীবন ও মরণের কি সম্বন্ধ আছে বল'।

৩। টীকা কর:—তুরঙ্গ, অগ্নিযুগ, ক্ষুব্ধজনস্রোতে, বাটিকাটি নয়নের তারা, নন্দী গাঁয়, মাতৃসভা, অভ্রভেদী, তিস্তা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানে)

(১)

এমন ত দেখি নাই কভু দেখে নাই, দেখে নাই কেহ।
সূর্য্যসম ছিলে তুমি তেজী—চন্দ্রের মতন দিতে স্নেহ।
তোমার আলোক ছায়া তলে—বাঙ্‌লার নরনারী দলে
লভেছিল আশ্রয় অটল—প্রাণময় সারস্বত গেহ।

(২)

হে তেজস্বি পরম প্রেমিক দেশবাসী আজি তোমাহারা,
হৃতআশাসৌভাগ্যসম্বল—জীবনে জীবন-হীন তারা।
নয়নের অবিরাম ধারে—নিভাইতে নাহি আজ পারে,—
তোমার বিচ্ছেদশোকজ্বালা, হৃদয়ের জ্বলন্ত সাহারা।

(৩)

"নাই নাই আমাদের আশুতোষ নাই" !
বজ্রসম পশিতেছে কানে।
"নাই নাই আমাদের মিত্র মহারথী"
শেল সম বাজিতেছে প্রাণে !
সত্যই কি তুমি নাই ভ্রাতঃ ? নয় নয় মনে লয় না'ত !
হে বিদেহি, দেহের মোচনে—
মনোময় তুমি আজি আছ সবখানে।

(৪)

বিরাট ভুবন মাঝে আজি জ্বলে তব বিরাট সুকৃতি !
অন্তরের অণুতে অণুতে—জাগে তব অতুলন প্রীতি !
যা' ছিল কল্যাণকর শুভ তাহাতেই ছিলে তুমি ধ্রুব,
গৌরব-আসনে তব চির প্রতিষ্ঠিতি
স্বদেশ তোমাতে ধন্য, ধন্য তব স্মৃতি !

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

অনুশীলনী।

১। স্যার আশুতোষের জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

২। দেশবাসী তাঁহার নিকট কি কি বিষয়ে ঋণী ?

৩। "বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আশুতোষেরই সৃষ্টি" —এই বাক্য অবলম্বনে একটী নিবন্ধ লিখ।

৪। টীকা কর:—স্বারস্বত গেহ, সাহারা, বিদেহা ও প্রতিষ্ঠিতি।

আধ্যাত্মিক।

যাত্রীর নিবেদন।

এ পথেই যাব বঁধু, যাই তবে যাই,
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই।
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে চোখে আসে জল
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব।
গুণগুণ গাহি গান পথ চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব।
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেকো
যদি ভয় পাই বঁধু, মাঝে মাঝে ডেকো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

অনুশীলনী।

১। এ কোন্ পথের কথা কবি বলিয়াছেন ?

২। ভগবানে গভীর বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ কবির জীবনে 'ক অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছে ?

৩। ভক্তি যে সকল শক্তির মূল তাহা কবির জীবনী অবলম্বনে প্রমাণ কর।

ধূলি

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, গো কণিকে, মোর কাণে কাণে !
সমীর-বাহিনী তন্বী কে না তোমা জানে ?—
উড়ে' উড়ে' কর সদা কাহার উদ্দেশ !
কোথায় ত হেন স্থান নাহি যথা গতি ?
প্রকাশ্য নিবাস পথে ; যাও পায় পায়,
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে' কেবা না তোমায় ?
নিরভিমানিনী অয়ি তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে ; অযত্ন-লালিতা—
দরিদ্র বালিকা মত ধনীর ভবনে ;
দীনেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা !

লো মলিনা! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্যরাশি, বিশ্বানুলেপনা.
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ! চিনেও চিনি না!
জগত-জননী-রূপা! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত-শিশু;—মহানন্দ মনে
মাখে কায়ে নিয়ে তুলি' অঞ্জলি-অঞ্জলি;—
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর' তুমি ধূলি।
সর্ব্বাঙ্গে বুলা'য়ে কর দাও সাজাইয়া;
নেহারি সন্ন্যাসি নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া!

বাল্যসখি, চিনি তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি!
আদ্যন্তরূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব-গর্ব্ব-লেশ।

৺গিরীন্দ্রমোহিনী।

অনুশীলনী।

১। কবিতাটার নীতি সূত্র কি? শেষ ৪ পংক্তির ব্যাখ্যা কর।

২। টীকা কর—নিরভিমানিনী (?), অযত্ন-লালিতা, অস্থিঅবশেষ, বিশ্বানুলেপনা (?), জগত-জননীরূপা (?), মহানন্দমনে, অঞ্জলি-অঞ্জলি, সন্ন্যাসী-নাগা, আদ্যন্তরূপিণী, স্বভাব-দীক্ষিতশিশু, সমীর—বাহিনী (?), মোরা বিজ্ঞ মোরা অজ্ঞ, বাল্য সখি, অবসান (?)।

টীকা,—ঐন্দ্রজালিক—যাদুকর। তন্বী—ক্ষীণা। অনুলেপন—অঙ্গ-রাগ। নাগা; নগ্ন—উলঙ্গ। অন্ত্যস্তরূপিণী—জীবদেহ ধূলি হইতেই জাত—ধূলিতেই চরমে পর্য্যবসিত।

পারের কড়ি।

দিনের শেষে মলিন বেশে সূর্য্য যখন বস্‌ল পাটে,
খেলা ধূলা সাঙ্গ করে' এলাম আমি পারের ঘাটে,
ভেবেছিলাম নৌকা পা'ব, মিল্‌বে ভাল কর্ণধার,
হাস্য-মুখে তর্‌ব' নদী মূল্য দিয়ে স্বর্ণভার।
সকাল থেকেই করেছিলাম অপব্যয়ের আয়োজন,
একটি বারও হয় নি মনে উপার্জ্জনের প্রয়োজন,
মস্ত ঘরের ছেলে বলে' বড়ই ছিল অহঙ্কার,
মাঝি মোরে খাতির করে' ভবের নদী করবে' পার।
মহৎকুলে জন্ম আমার, ছিলাম আশার স্বপন ঘোরে,
পারাবারের পারে যা'ব বাপ পিতাম'র নামের জোরে,
মান্য খাতির নাইক যাদের তারাই ভাবুক পরিণাম,
ভব-পারে যাবার তরে তারাই করুক হরিনাম।
একটী দিনো ভাবিনি হায় ভিন্ন নিয়ম পারের ঘাটে,
পারের ঘাটের ব্যাপার দেখে হঠাৎ আমার স্বপ্ন কাটে।

চক্ষু খুলি, চক্ষু বুজি, ভিতর বাহির অন্ধকার
উদ্বেলিত উর্ম্মি দেখে বক্ষ কাঁপে বারম্বার।
শ্যামল রূপের অমল আলোয় ভরে' গগন ধরণী,
কে এলরে নবীন নেয়ে বেয়ে করুণ তরণী—
গুঞ্জমালা গলায় দোলে, বাঁকা চূড়ায় বাঁধা কেশ,
কেউ কোথা কি দেখেছে ঐ মাঝির এমন মোহন বেশ !
আকুল হয়ে আঁখির নীরে ডাকি তারে কৃতাঞ্জলি,
"এই-যে আমি ও-ভাই নেয়ে ভিড়াও তরী যাও যে চলি।"
নৌকা ভাসে নাবিক হাসে, আসে না ত আমার কাছে,
ডাকে, "পারে যাবে কে ভাই পারের কড়ি
কাহার আছে ?"
"আছে আছে আমার আছে বলি তখন দেখাই হাঁকি'
গর্ব্বভরে পূর্ব্বপুরুষ-দত্ত যত বিত্ত রাশি,
মাঝি বলে "পারের সময় পরের ধনে চলে না ভাই,
নিজস্ব ধন শুল্ক দিলে হাস্য মুখে পারে নে' যাই।"
ডাক দিয়ে তাই নিল যত পাগল সরল আপন-ভোলা,
কুলীন-বামুন রইল পড়ে', তরে' গেল যবন-জোলা,
আমি তখন হতাশ হয়ে ধূলায় দিলাম গড়াগড়ি,
পারের ঘাটে প্রমাণ পেলাম হরিনামই পারের কড়ি।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুশীলনী।

১। পারের ঘাট, পারের কড়ি, পারের নৌকা ও পারের নেয়ে,—এ কথাগুলির প্রকৃত অর্থ এখানে কি?

২। কবিতাটির ভাবার্থ কি বলো?

৩। ব্যাখ্যা কর—"মাঝি বলে......পারে নে' যাই"।

পরিচয়।

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?
গেছি ভুলে, এখন খালি চিরদিনের মনে হয়।
মেঘের তড়িৎ, বনের হরিৎ, সিন্ধু সরিৎ মাঝে কি,
উজল নিশায় বিমল ঊষায় দিবায় কিংবা সাঁজে কি?
স্তব্ধ তারা কয়না কথা; তবে সেথায় নয়রে নয়।

সেকি ধ্যানে? সে কি জ্ঞানে? সে কি গভীর সাধনায়
সে কি সুখের ফুল্ল বুকে সে কি দুখের যাতনায়?
কহে তারা নিজের কথাই; তবে সেথায় নয়রে নয়।

কবে কোথায় পরের ব্যথায় আকুল হয়ে কেঁদেছি,
মন ভুলায়ে হাত বুলায়ে কোথায় কা'কে সেধেছি।
সেথায় বুঝি আমার খোঁজে, এসেছিলে প্রেমময়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অনুশীলনী।

১। কবিতাটির ভাবার্থ বলো। কবিতাটির আবৃত্তি কর।

আলোচনা—কবিতাটি ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য আবৃত্তির যোগ্য। সুর-সংযোগে গেয়। কবি বলিতেছেন—ভগবান তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে অথবা জ্ঞানে—ধ্যানে—অথবা সন্ধানীর নিজের দুঃখে ধরা দেন না, সন্ধানী যখন পরের দুঃখ মোচন করিতে যান্—তখন তাঁহার নিজের করুণার মধ্যেই সেই করুণাময়ের সন্ধান পা'ন।

পৌরাণিক ।

অন্নদার জরতী বেশ ।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী ।
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ি, বামকক্ষে ঝুড়ি ॥
ঝাঁকড়-মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি ।
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলিবিলি ।
কোটী কোটী কাণকোটারির কিলিবিলি
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে ।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥
বার বার ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে ।
শুনিতে না পা'ন কাণে শত শত ডাকে ॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুব্জভার ।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার ॥
শত-গাঁটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান ।
ব্যাসের নিকট গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥

ফেলিয়া চুপড়ী লড়ি আহা উহু ক'য়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুতি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরা পিঠ দাঁড়া ভূমেতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥

ভারতচন্দ্র রায়।

অনুশীলনী।

১। এই কবিতায় ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। নিম্নলিখিত সমাসগুলির ব্যাখ্যা কর।

কুঁজভরা, পিঠদাঁড়া, শতগাটি, কেঁয়াকাঁদি।

৩। টীকা কর—

ঝাঁকড় মাকড়, বিরস মুখী, কানকোটারী, ও ইলিবিলি।

আলোচনা—কবি গুণাকরের এই কবিতায় বীভৎস রস উৎপাদনের ক্ষমতা লক্ষণীয়। এমন অপূর্ব্ব অবিকল স্বরূপ-বর্ণনা বঙ্গ সাহিত্যে বিরল। বুড়ীর বর্ণিত মূর্ত্তিটি মনে করিয়া দেখ—কিরূপ সুস্পষ্ট রেখায় কবি—এই চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে হাস্য ও করুণ—এই দুই বিরোধী রসের তুলিকা স্পর্শ থাকাসত্ত্বেও মূল রসের কোন ক্ষতি হয় নাই।

মায়া ও মহামায়ার যমকটি লক্ষ্য কর। কেয়াকাঁদির উপমাটি অতি চমৎকার। অন্ন বিনা......মার,—এই পংক্তির অলঙ্কারও বেশ সুপ্রযুক্ত।

কোটি কোটি......করে ইত্যাদি পংক্তির অনুপ্রাস কত স্বাভাবিক ও অনায়াসাগত। আগাগোড়া খাঁটী বাংলায় রচিত, সংস্কৃত শব্দ বা যুক্তাক্ষর একেবারে নাই বলিলেই চলে। চলিত বাংলা ভাষায় কত লালিত্য ও মাধুর্য্য আছে তাহা এই কবিতায় প্রমাণিত হয়। চলিত বাংলা ভাষায় যে কি অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারে তাহা ভারতচন্দ্র দেখাইয়াছেন।

ডানি—ডাহিন, আঁদিসাঁদি—শৃঙ্খলা, কেয়াকাঁদি—কেতকীপুষ্পের গুচ্ছ। ডেঙ্গুর ও নীকি,—বড় ও ছোট উকুন। গাঁটি—গ্রন্থি, টেনা—ছিন্নবস্ত্র থুঁতি—থুঁতনী (চিবুক)।

কুরুক্ষেত্র।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, ঊর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথিমহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকরতলে।
বাণবিদ্ধ মীনমত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে। ১০

মূর্চ্ছিত বিরাটপতি ; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু ! ক্ষতকলেবর
রক্তজবা-সমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
সেই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃতপুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ-বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা !
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন

পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিওনা কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার।"

৺নবীনচন্দ্র সেন

অনুশীলনী।

১। শেষ পংক্তির ব্যাখ্যা কর।

২। অভিমন্যুর ব্যূহভেদের কথা কি জান?

৩। টীকা কর—বীরর্ষভ, বিস্ফারিত, যোগস্থা, শবচক্র, সিদ্ধকাম, সস্মিত, ব্রততী ও মীনমত (?)।

রামের বিলাপ।

কাঁদিয়া আকুল রাম জলে ভাসে আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশুপাখী।
রামের আশ্রমে আসি মুনি ঋষিগণ,
নানামত কহে সবে প্রবোধ বচন।

শোকেতে অধীর, শান্ত না হন শ্রীরাম
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরীক্ষণ।
বুঝি কোন' মুনিপত্নী সহিত কোথায়
গেলেন জানকী, নাহি জানায়ে আমায়!
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া—
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া!
চিরদিন পিপাসিত, করিয়া প্রয়াস
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস?
রাজ্যচ্যুতা আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালেম বনে
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।

সৌদামিনী লুকায় যেমন জলধরে—
লুকাইল জানকী তেমনি বনান্তরে।
কল্পলতিকার প্রায় জনকদুহিতা
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা?
সীতা ধ্যান, সীতাজ্ঞান, সীতা, চিন্তামণি
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দাও বাঁচাও জীবন।

কৃত্তিবাস।

অনুশীলনী।

১। কবিতাটি পড়িয়া বল—ইহা কোন সময়ের ঘটনা।

২। রামের এই চিত্তচাঞ্চল্য রাম-চরিত্রের দুর্ব্বলতা কিনা?

৩। কবি এই কবিতায় সীতার সহিত কিসের কিসের উপমা দিয়াছেন।

৪। টীকা কর—

লক্ষ্মণের আগে, কর নিরীক্ষণ, গোদাবরী নীরে কমল কানন, চন্দ্রকলাভ্রমে, পদ্মালয়া, আপন দুহিতা, রাজলক্ষ্মী, কল্পতরু, মনোহভীষ্ট, সৌদামিনী, চিন্তামণি মণিহারা ফণী ও বনান্তরে।

ইন্দ্রজিতের পতনে।

অগ্রসরি' রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,
"ছিল আশা, মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে,
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,
সঁপি রাজ্য-ভার ছত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুল লক্ষ্মী—রক্ষোরাণী রূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা, পূর্ব্বজন্ম ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চিররাহু গ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহুযত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব
হায়রে, কি ক'বে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি কথার ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, পুত্র শোকাতুরা?
কোথা পুত্র,'পুত্রবধূ আমার? শুধাবে

তবে রাণী মন্দোদরী—'কি সুখে আইলে
রাখি' দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃ কুলপতি ?
কি করে' বুঝাব তারে ? হায়রে কি করে' ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষস লক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

মাইকেল।

অনুশীলনী।

১। টীকা কর—

রক্ষোরাজ, কাতরে (?) নয়নদ্বয় (?) মহাযাত্রা, ভঁড়াইলা (?) রক্ষোরাণী (?), কাল-আসনে, কর্ব্বুর গৌরব-রবি, সান্ত্বনিল, রাক্ষসলক্ষ্মী।

২। রাবণ কাহার উপাসক ছিলেন ?

৩। মহাযাত্রার অর্থ কি ? মহৎ শব্দ কোন্ কোন্ শব্দের পূর্ব্বে বসিলে অর্থান্তর প্রাপ্ত হয় ?

ইস্‌লামী।

মহম্মদ মহসীন।

পুণ্যশ্লোক, দানবীর, মহাপ্রাণ, হে হাজি মহ্‌সীন !
কে বলে মরেছ তুমি ?   হে অমর আছ চিরদিন।
আজো তাই যাও নাই বেহেস্তের নন্দন-কাননে,
আজিও ঘুরিছ তুমি ব্যথিতের কুটীর-প্রাঙ্গণে।
অনাহারে কে র'য়েছে কাঁদিতেছে কোন্ ব্যাথাতুর,
শোকে দুঃখে লাঞ্ছনায় আজি কার অন্তর বিধুর,
কে র'য়েছে ঘুমাইয়া অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে
আলোকের যাত্রাপথে দৈন্যাহত কারা আসে ফিরে,
আজিও ফিরিছ তাই পথে পথে করিয়া সন্ধান,
অন্ধজনে করিতেছ দ্বারে দ্বারে জ্ঞানালোক দান !
সবার আত্মীয় ছিলে,—বন্ধু ছিলে, হে মৌনী তাপস !
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচায়েছ অজ্ঞান তামস।
মানুষ সে পর হোক্—তবু সে যে আপনার ভাই,
এ কথা তোমার মত আর কেহ কভু বুঝে নাই।
বঙ্গের 'হাতেম' তুমি, 'নব কর্ণ', হে যুগ-পাবন।

আবু-বকরের মত বিলাইলে সর্ব্বস্ব আপন।
আপন সম্পদ দিলে বিলাইয়া পরের লাগিয়া,
দৈন্যের বল্কলখানি নিলে তুমি আপনি মাগিয়া।

* * * *

হে মহ্‌সীন! তব তরে মণি-মুক্তা-হীরক-খচিত
নূতন এমামবাড়া স্বর্গলোকে হতেছে রচিত।
রোজ-কেয়ামৎ শেষে সে বিরাট মর্ম্মর-প্রাসাদে
দীন দুঃখী ব্যথিতেরে যাবে কি গো নিয়ে তব সাথে?

গোলাম মোস্তাফা।

অনুশীলনী।

১। মহম্মদ মহ্‌সীনের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বল'। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির কথা কি জান'।

২। টীকা কর:—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা, যুগপাবন, দৈন্যের বল্কল, এমামবাড়া, পুণ্যশ্লোক।

টীকা—বেহেস্ত—স্বর্গ। হাতেম—মুসলমান জগতের বিখ্যাত দানবীর। আবুবকর—হজরতের অন্যতম প্রধান খলিফা, ইনিও দানবীর। রোজ কেয়ামৎ—মহাপ্রলয়ের পর শেষ-বিচার দিন।

শেষ নবী।

জগতের একধারে উষর আরব দেশে
লভিয়া জনম এক পুণ্যময় নিকেতনে,
সহিলে অশেষ জ্বালা সত্য ধর্ম্ম প্রচারিতে
তবুও না হলে ক্লান্ত তত্ত্বসার-বিতরণে।
বিলাইলে সাম্য নিধি অবিশ্রাম অকাতরে,
নির্য্যাতন নিপীড়ণ সহ্য করি অনিবার,
নশ্বর ধরার মাঝে স্থাপিলে কীর্ত্তির স্তম্ভ
একেশ্বরবাদ বাণী মনঃপূত সবাকার।
প্রথমে না চিনি তোমা মক্কা ও মদিনা বাসী
অপমান অবহেলা করিল তোমায় কত।
চিনিল তোমায় শেষে সমগ্র ধরিত্রীবাসী
লুটিল চরণতলে ধনী কি নির্দ্ধন যত।

মহাম্মদ আব্দুল হামিদ।

অনুশীলনা।

১। শেষনবী কে? কি 'অশেষ জ্বালা' তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল?

২। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূল তথ্য কি?

৩। টীকা কর—সাম্যনিধি, একেশ্বরবাদ, তত্ত্বসার, উষর, মনঃপূত, নির্য্যাতন।

ক্রীতদাস।

বোগদাদ পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত
জীর্ণ-বসন শীর্ণ-শরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাস-ভ্রমে একজন নাগরিক,
গৃহে লয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক॥
সপ্তাহ ধরি বন্দী রাখিল অন্ধকূপের মাঝে,
অবশেষে তাঁরে নিয়োজিল নিজ গৃহনির্ম্মাণ কাজে।
রোদে পুড়ে,শীতে জমে', জলে ভিজে', অবিরত দিনরাত,
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান করিয়া শরীর পাত।
আসল নফর ফিরিল,—এদিকে আসিল বছর ঘুরে,—
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হয়ে যোড় হাতে কয় নাগরিক সদাগর,
"কর ক্ষমা মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?
লোক্‌মাণ কয়, "ওগো নির্দ্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।
মম শ্রমজল হয়নি বিফল,—বছরো-ত গেল কেটে,
বহুজ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামি, তোমার দুয়ারে খেটে।
বুঝেছি সত্য,—ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায়রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!

আমারো রয়েছে বহু দাসদাসী, এমনি ত তাহাদের
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কত, এখন পেয়েছি টের।
এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হয়োনাক নির্ম্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম'।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বোগদাদে এসে যে জ্ঞান লভিনু সব হতে তাহা দামী।"

অনুশীলনী।

১। লোকমান্ বাগদাদে কি জ্ঞান লাভ করিয়া গেলেন?

২। ক্রীতদাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে কি জান? এ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

৩। এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা কর "কি যাতনা বিষে, জানিবে সে কিসে, কভু আশিবিষে দংশেনি যারে।"

৪। এই কবিতায় লোকমানের চরিত্র সম্বন্ধে কি আভাস পেলে?

ইব্রাহিম ও কাফের।

(পারসী হইতে)

সূর্য্য ডুবেছে অস্তসাগরে—আরক্ত পশ্চিম,
জলস্পর্শ করেনি এখনো—সাধক ইব্রাহিম।
একজনো আজ অতিথি ভিখারী অসেনি গৃহের দ্বারে,
অনাথ ফকিরে না তুষি' তাপস খায় না যে একেবারে।
ভৃত্যেরা সব অতিথির খোঁজে ঘুরে ঘুরে অবশেষে,
এক অভাগায় দেখিতে পাইল, মরু প্রান্তরে এসে।

অশীতিবর্ষ বয়স তাহার—দুর্ব্বল অতি দীন,
কুব্জ, পঙ্গু, গলিতদন্ত বধির, দৃষ্টিহীন।
তিন দিন হতে জুটেনি অন্ন, বেঁচে আছে জল পিয়ে,
করি সমাদর আনে কিঙ্কর তাহারে প্রভুর গৃহে।
সাধক তাহারে তুষিতে আহারে দিয়ে নানা উপচার,
বহু ব্যঞ্জনে শোভিত অন্ন ধরিল সমুখে তার।

মুখে গ্রাস তুলি করিল বৃদ্ধ ভোজনের উদ্যোগ,
ঘটিল সহসা এ হেন সময়ে অপূর্ব্ব দুর্য্যোগ।

'হা—হা' করে উঠে' কহিল গরজি' তাপস ইব্রাহিম,
"কি-কর' কি-কর', ক'রোনা ভোজন রাখ গ্রাস, মুস্লিম,
কোরাণ মান না ? এক-পা কবরে, হইয়াছ এত বুড়ো,
খোদাতাল্লায় না স্মরি পিণ্ড গিলিতে যেতেছে, মূঢ়।"

কহিল অতিথি, "মানি না কোরাণ, নহিক মুসলমান,
অগ্নিরে পূজি—মানিনাক মোরা আর কোন' ভগবান।
শুনিয়া তাপস কহিল,—"কাফের, দূর হও, দূর হও,
আমার এ গৃহে অন্নজলের তুমি অধিকারী নও।"

দৈববাণীতে হইল ধ্বনিত হেনকালে,—"আরে মূঢ়,
আমি যারে নিজে সহিয়া গিয়াছি আশীটি বছর পূরো,
খাইতে দিয়াছি, মোর দুনিয়ায় করিতে দিয়াছি বাস,
একবেলা তারে সহিতে নারিলি, কাড়িলি মুখের গ্রাস ?
কাফের সেও ত মোরি সন্তান, দেখিলিনা হয় বুঝে,
হুতাশনে যেবা উপাসনা করে, সে-ও যে আমারে পূজে।"

অনুশীলনী।

১। এই কবিতা কি নীতি শিক্ষা দিতেছে ?

২। প্রকৃত আতিথ্য কাহাকে বলে ? আতিথ্য সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ। পরধর্ম্মে বিদ্বেষ অধর্ম্ম কিনা ?

আবৃত্তির জন্য।

সতী বিলাপ।

(স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদ রক্ষা করিয়া আবৃত্তি করিতে হইবে)

"রে সতি রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন ততদিন না ছিল ক্লেশ ॥
শব-হৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ, জগৎ নিরূপণ জ্ঞানে,
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর, আশ্রম রতি নিরবাণে ॥
"রে সতি রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর, আশ্রম রতি নিরবাণে ॥
জলনিধি মন্থনে, অমৃত উচ্ছ্বলিল, যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভাঙ-ভকত হর, হরষিত অন্তর, গ্রাসিল গরল প্রবাহে।
"রে সতি রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর, তাপস যত দিন, তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥
সেই যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে ?
কি হেতু তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি, সে সাধ এতদিন পরে ?
"রে সতি রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর, তাপস যত দিন, তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

৺হেমচন্দ্র।

গঙ্গা।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!

শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ, মায়ি,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি!
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।

নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধববিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল জটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারে জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ঝর্ণা ।

(১)

ঝর্ণা, ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দনবর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে.
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা,
ঝর্ণা ।

(২)

পাষাণের স্নেহ ধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিতলোল উতরোল সিন্ধু !
মেঘ হানে যুঁই-ফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কির হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা ভরা দেয় ধরা তোর লাগি ধর্ণা ॥
ঝর্ণা—

(৩)

এস তৃষ্ণার দেশে এস কল হাস্যে
গিরিদরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে !

ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও পরশে কর গো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা।
ঝর্ণা।

(৪)

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী,
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী,
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো
হরি-চরণচ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো।
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা।
ঝর্ণা।

(৫)

মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে,
ওগো চঞ্চলা, তোর পথ হলো ছাওয়া যে।
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও অলকে
মেঘলায় মরি মরি। রামধনু ঝলকে
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা
ঝর্ণা।

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চরকার গান।

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন ভাই—
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই
ঘর-বা'র ক'রবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপ্‌নার আপ্‌নার।
চরকার ঘরঘর পড়্‌শীর ঘর-ঘর
ঘর-ঘর ক্ষীরসর আপনায় নির্ভর,
পড়্‌শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,
দাঁড়া, আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া।

আর নয় আইঢাই ঢিস্ ঢিস্ দিনভর,
শোন বিশ্‌কর্ম্মার বিস্ময়-মন্তর!
চরকার চর্য্যায় সন্তোষ মনটায়,
রোজগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।
চরকার ঘর্ঘর বস্তির ঘরঘর
ঘরঘর মঙ্গল আপনায় নির্ভর।
বন্দর পত্তন গঞ্জে সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন,
বাংলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ।
বাংলার মস্‌লিন্ বোগ্দাদ রোম চীন,
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।
চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘরঘর,
ঘরঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর।
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,
দাঁড়া, আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া।

চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র,
চরকাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র,
চরকাই সন্তান! চরকাই সম্মান,
চরকাই দুঃখীর দুঃখের শেষ-ত্রাণ।
চরকার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর ঘর
ঘরঘর সম্ভ্রম আপনায় নির্ভর।
প্রত্যাশ ছাড়বার জাগ্‌ল সাড়া,
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া।

জুবুসুত সার্থক করবার ভেল্‌কি
উস্‌খুস হাত! বিশ্‌কর্ম্মার খেল্ কি।

তন্দ্রার হুদোয় একলার দোক্‌লা
চরকাই একজাই পয়সার টোক্‌লা।
চরকার ঘর্ঘর হিন্দের ঘরঘর
ঘর ঘর হিকমৎ আপনায় নির্ভর,
লাখ লাখ চিত্তে জাগল সাড়া,
দাঁড়া, আপনার পায়ে দাঁড়া।

নিঃস্বের মূলধন রিক্তের সঞ্চয়,
বঙ্গের স্বস্তিক চরকার গাও জয়,
চরকায় দৌলৎ, চরকায় ইজ্জৎ,
চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ।
চরকার ঘর্ঘর গৌ'ড়ের ঘর ঘর,
ঘর-ঘর গৌরব আপনায় নির্ভর।
গঙ্গায় মেঘ্‌নায় তিস্তায় সাড়া,
দাঁড়া, আপনার পায়ে দাঁড়া।

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি,
সূর্য্যের কাটনায় কাঞ্চন-বৃষ্টি!
ইন্দ্রের চরকায় মেঘজল থান থান,
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান,

ঘরঘর দৌলত, ইজ্জৎ ঘরঘর
ঘরঘর হিম্মৎ—আপনায় নির্ভর?
গুজরাট, পাঞ্জাব, বাংলায় সাড়া,
দাঁড়া,—আপনার পায়ে দাঁড়া।

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতবর্ষ।

গঙ্গাগোদাবরীসিন্ধুসরস্বতীতরলধারাবলিহারা,
বিন্ধ্যহিমাচলকাঞ্চিমুকুটধরা মলয়বলয়শোভাসারা,
নিযুতনিঝরঝরঝঙ্কৃতশিঞ্জনা উপলনূপুরমণিপৃক্তা,
লক্ষতড়াগহ্রদবক্ষের মৃগমদচন্দনপঙ্কানুলিপ্তা;
জয় জয় ভারত, নর-অমরাবতি, 'জয় ভুবনেশ্বরী মাতা'
চিরসম্পদখনি দেশশিরোমণি! চরণে ধরণী নত মাথা।

বর্ষাশরতহিমশীতমধুআতপ সজ্জিত ফলফুল ডালা,
শালতালীবটখর্জ্জুরনারিকেলআম্রকাননকেশমালা।
ধান্যগোধূমযব হরিতহিরণরুচি ঝলমল অঞ্চল দোলে,
চামেলিচম্পককুন্দকমলনীপ গ্রন্থিত বক্ষোনিচোলে।

জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরী মাতা,
চির সুষমাখানি রাণীশিরোমণি! চরণে নিখিল নতমাথা।

অম্বর'পরে চির গম্ভীর মন্দ্রে বাজিছে কালের ডঙ্কা,
শাবিত মানব যুগে যুগান্তরে অন্তরে সঙ্কটশঙ্কা;
অভয়বাণী তব নাশি পন্থাভয় মা ভৈঃ রবে দিল আশা,
আত্মা অমর বলি' প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেবভাষা,
জয় জয় ভারত, মর অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরী মাতা,
দুঃখ বিপদজয়ী করুণা মূর্ত্তিময়ী! তব চরণে নত মাথা।

নিখিল লোক যেথা পুণ্য মিলন লভি' ধন্য হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম্ম চির লোকধর্ম্ম ধরি' শান্তি লভিল নব লক্ষ্যে।
দিকে দিকে উত্থিত দ্বন্দ্ব-কলহ শত শান্ত করিয়া মধুমন্ত্রে।
দীপ্তবাণী তব ঝঙ্কৃত করি দিলে বিশ্ব বিপুল বীণাযন্ত্রে।
জয় জয় ভারত, মর অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরী মাতা,
শাশ্বতমানবমনোমন্থনধন! তব চরণে নত মাথা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

"শাত-ইল-আরব"।

শাতিল আরব! শাতিল আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর!
যুঝেছে এখানে তুর্ক সেনানী,
য়ুনানী, মেসরী, আরবী, কেনানী;—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈনের চাঙ্গা শির—
নাঙ্গা শির,
শম্‌শের-হাতে, আঁশু আঁখে হেথা
মূর্ত্তি দেখেছি বীর-নারীর।
শাতিল আরব! শাতিল আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

(২)

কুত-আমারার রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছ লোহুর দরিয়া,
উগারি সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব মস্তানীর,-
এস্তানীর।

গর্জ্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—"শাস্তি দিয়াছি গোস্তাখীর।"
দজলা আরব বাহিনী শাতিল!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

(৩)

বহায়ে তোমার লোহিতবন্যা
ইরাক-আজমে করেছ ধন্যা,
বীর-প্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দ্দমী'র!
মর্দ্দবীর,
সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির,
শাতিল-আরব, শাতিল আরব,
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

(৪)

দুষমন্- লোহু ঈর্ষায়-নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্‌-মিল্!
বাঁকে-বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পীয়ে নীলখুন পিণ্ডারীর,
জিন্দাবীর,
'জুল্‌ফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক
হেথা আজো হজ্‌রত-আলীর।
শাতিল আরব! শাতিল আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

(৪)

ললাটে তোমার ভাস্বরটীকা
বস্‌রা-গুলের-বহ্নিতে লিখা,
এ যে বসোরার খুন-খুরাবী গো রক্ত-গোলাব মঞ্জরীর,—
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জ্জুর সম হেথা লাখো দেশভক্তশির !
শাতিল আরব ! শাতিল আরব !!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর ;

(৬)

ইরাক বাহিনী ! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গবাহিনী
তোমারো দুঃখে "জননী আমার !" বলিয়া ফেলিবে তপ্তনীর,
রক্তক্ষীর।
পরাধীনা ! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দুফোঁটা ভক্তবীর।
শহীদের দেশ ! বিদায় ! বিদায় !!
এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।



মহম্মদ মহসীন—১১৮

কবি পরিচয়।

৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত।

২৪ পরগণা—কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম (১৮০৯ খৃঃ)। ইহাকে বিগত যুগের শেষ বা আধুনিক যুগের ১ম কবি বলা যাইতে পারে। ইংরাজাধিকৃত বঙ্গের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও ইঁহার কাব্যে ইংরাজী শিক্ষার কোন প্রভাব নাই। ইহার পরিচালিত 'সংবাদ প্রভাকর'—বঙ্গের আদিম সংবাদ পত্র সমূহের অন্যতম।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত? ব্যাপ্ত চরাচর

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

এই শ্লেষাঢ্য পংক্তি যুগলে প্রভাকর পত্রের কথা আছে।

"গুপ্ত রচিল প্রভাকর টীকা, দীপ্ত ললাটে জাগে।" ইনি বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু ইত্যাদির গুরুস্থানীয় ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন।

ব্যারিষ্টার (লক্ষ্ণৌ।) বিখ্যাত সঙ্গীত লেখক, সুগায়ক, দেশভক্ত, বদান্য, সাহিত্য-ব্রতী,—'উত্তরা' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। স্বদেশ-প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচনায় ইঁহার প্রভূত খ্যাতি আছে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়!

কবি গুণাকর বি, এ, জন্ম স্থান কৃষ্ণনগরের সন্নিকট কায়না গ্রামে। বৃত্তি শিক্ষকতা। রচিতগ্রন্থ—ভাষা ও ছন্দ। মাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

শ্রীমতী কামিনী রায়, বি, এ,

শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকবিগণের অন্যতমা। বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা,—সেসান জজ, ৺কেদার নাথ রায়ের পত্নী, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জননেতা শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের ভগিনী। "আলো ও ছায়া" ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনি এখন প্রবীণা। এখনো ইঁহার লেখনী রত্নপ্রসূ।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক, বি, এ,

হেডমাষ্টার, মাথরুণ হাইস্কুল। বর্দ্ধমান জেলায় কোগ্রামে (প্রাচীন উজানী নগরে) বৈদ্যবংশে—১২৮৯ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম। পল্লীজীবন সম্বন্ধে কবিতা রচনায় ইঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক। উজানী একতারা, বনতুলসী, রজনীগন্ধা, বীথি, নূপুর, শতদল, ইত্যাদি অনেক গুলি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। 'কপিঞ্জল' নামে ইনি অনেক শ্লিষ্ট ও কৌতুক কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই হৃদয়বান কবির রচনা প্রাঞ্জল, সরল, অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ, মর্ম্মস্পর্শী ও রসাঢ্য।

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

খুলনা—সেনহাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে ১২৪২ সালে জন্ম। শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত তোটকাদি ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। হাফেজের—ভাবালম্বনে রচিত ও হাফেজ হইতে অনূদিত ইঁহার বহু কবিতা আছে। ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের পর নৈতিক কবিতা রচনায় ইঁহার সমকক্ষ কেহ জন্মেন নাই। কঠোর নীতিকে সরস করিয়া বলিবার ক্ষমতা ইঁহার অদ্ভুত

ছিল। 'সদ্ভাব শতক' ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কবি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু আপন দারিদ্র্যেই সতত সন্তুষ্ট থাকিতেন।

৺কাশীরাম দাস।

বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রামে অনুমান বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন লোকগুরু ও লোক-শিক্ষক। সংস্কৃত মূল মহাভারতের আখ্যায়িকা গুলি ইনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সরল বাংলা পদ্যে রচনা করেন।

"দ্বৈপায়নের ভৃঙ্গার জলে অভিসিঞ্চিল কাশী।"

(পর্ণপুট—বঙ্গবাণী)

হেথা কাশীরাম অমৃত সমান প্রচারিল মহাভারত মন্ত্র,
বাঙ্গালী জাতির একাধারে বেদ সংহিতা-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র।

(—পর্ণপুট—বর্দ্ধমানে)

সত্যই সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কাশীরামের মহাভারত একাধারে "বেদস্মৃতি পুরাণ তন্ত্র"। কাশীরামের মহাভারত বাঙালীর গার্হস্থ্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-গঠনে যত সাহায্য করিয়াছে এমন কোন সাহিত্য, সংহিতা বা শাস্ত্রই তেমনটি করে নাই। বাংলার আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্য (যাত্রা ও থিয়েটারে) কাশী-রামের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী, তাই মহাকবি মাইকেল লিখিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।

৬কৃত্তিবাস ওঝা।

"কৃত্তি জ্বালিল বর্ত্তী তমসা-তীর্থের হবি দানি।" (পর্ণপুট, বঙ্গবাণী)
তমসাতীর্থ,—বাল্মীকির আশ্রম, সেই আশ্রমধেনুর হবিতে কৃত্তিবাস বঙ্গবাণীর মন্দিরে দীপ জ্বালিয়াছেন। অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে কৃত্তিবাস নামক কবিতাটি ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষে রচিত। কাশীরাম সম্বন্ধে উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে—কৃত্তিবাস সম্বন্ধে তাহাই খাটে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আজ প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া বাংলার গার্হস্থ্য জীবনকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। তাই বলা হইয়াছে—

"জানিনা তন্ত্র স্মৃতি সংহিতা, তোমারেই জানি কাণ্ডারী মিতা,
ইহসংসার গৃহ পরিবার এদেশে তোমার নিদেশে গড়ি।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "কৃত্তিবাস প্রশস্তি" কৃত্তিবাসের চরণে যথ যোগ্য অর্ঘ্য-নিবেদন।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

বর্দ্ধমান জেলায় আসানসোলের নিকট জন্ম। ইনি বহুদিন সৈন্য বিভাগে ছিলেন। ইনি স্বচক্ষে আরব ও পারস্যের বহুস্থান ও পারস্য কাব্যের গুলেস্তান, দেখিয়া আসিয়াছেন। এই লোককান্ত কবি ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্র ও পারস্য সাহিত্য হইতে বহু বৈভব আহরণ করিয়া বঙ্গকাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। ইনি একজন নির্ভীক শক্তিমান, তেজস্বী তরুণ কবি। নির্ভীক রচনার জন্য ইঁহাকে কারাবাস করিতে হইয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র্য ও হিল্লোলিত ভঙ্গি, কল্পনার উচ্ছ্বাস, পৌরুষ তেজস্বিতা, ভাষার লালিত্য ও আলঙ্কারিকতা ইত্যাদির জন্য ইনি সর্ব্বজন-সমাদৃত। ইঁহার অগ্নিবীণাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ইনি সুগায়ক ও সুবক্তা।

শ্রীকরুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর ইঁহার জন্মভূমি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্ম করেন। ইদানীং অল্পই লেখেন। পূর্ব্বে ইনি মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইঁহার রচনায় মাধুর্য্য প্রচুর। ঝরাফুল ও শান্তিজল ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

৺গোবিন্দ চন্দ্র দাস।

ঢাকা জেলার ভাওয়াল গ্রামে জন্মভূমি। চিরদরিদ্র কবি—চিরজীবন দারিদ্র্যে ও প্রবলের উৎপীড়নে কষ্টভোগ করিয়া ১৩২৫ সালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত তাঁহার জীবনী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তাঁহার মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্র নাথ, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি কবিগণ কারুণ্যমধুর কবিতায় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৺গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকবিগণের মধ্যে অন্যতমা। সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার শুচিসুন্দর রচনাগুলি, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীগিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়।

রাণাঘাট নিবাসী। বার্ত্তাবহ নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক। রবীন্দ্র যুগে ইনি আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বেলা—পরিমল—পত্র ও পুষ্প ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

৺চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু।

ইঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। সুহৃদ্বর কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী রচিত ইঁহার জীবন চরিত দ্রষ্টব্য। ইনি একজন ভাবুক ও ভক্ত কবি ছিলেন।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। (১৮৬৩—১৯১৩)

"হাসি কান্নার—হীরা পান্নার দুল—দিল দ্বিজরাজ।" ইঁহারও পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী রচিত—"দ্বিজেন্দ্র লাল" নামক গ্রন্থে ইঁহার বিস্তৃত জীবনী দ্রষ্টব্য। কবি, গীতরচয়িতা, রসরাজ, সুগায়ক নাট্যকার, সাহিত্য-রথী। ইঁহার পিতৃনিবাস কৃষ্ণনগর। ইঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার সঙ্গীতে বঙ্গে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন।

৺দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল্,।

হুগলী জেলায় বৈদ্যবংশে জন্ম। আজীবন অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্য সেবা করিয়াছেন। ভক্ত ভাবুক আত্মভোলা কবি। ইঁহার কবিতাগুলি ভাবের প্রেরণায় রসোচ্ছ্বাস। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য, ভগবল্লীলা, নারীমহিমা ও শিশুমাধুর্য্য ইঁহার কল্পনাকে নবনব প্রেরণাদান করিত।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বরিশালের জমিদার—ভক্ত ও ভাবুক কবি—গদ্যে পদ্যে সমান কৃতী। রচিত গ্রন্থ—ধারা, মাধুরী, প্রভাতী, অরুণ, দ্বিজেন্দ্রলাল। ইহার স্বর্গীয়া জননী বঙ্গভাষায় ১ম উপন্যাস লেখিকা।

৺দীনবন্ধু মিত্র রায়বাহাদুর। (১৮৩০—১৮৭৩)

জন্ম—নদীয়া—চৌবেড়িয়া। বঙ্কিমযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও বিখ্যাত কবি—

"বহে অক্ষয় বিদ্যাসাগর নৈবেদ্যের থালা

গৃহ মন্দিরে শ্রীদীনবন্ধু বরণগন্ধ ডালা।" (পর্ণপুট, বঙ্গবাণী)।

দীনবন্ধুই বোধ হয় প্রথম বঙ্গসাহিত্যে গার্হস্থ্য ভাবের প্রাধান্য প্রবর্ত্তন করেন। রচিতগ্রন্থ—নীলদর্পণ, সুরধুনীকাব্য, কমলে কামিনী ইত্যাদি।

৺নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)

চট্টগ্রাম—নয়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম। বঙ্কিমযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। "আমার জীবন" নামক তাঁহার আত্মজীবন-চরিত দ্রষ্টব্য। ইনি বঙ্গের মহাকাব্য-রচয়িতৃগণের মধ্যে অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণচরিত অবলম্বনে ইঁহার কাব্যত্রয় বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পৎ। ইঁহার 'পলাসীর যুদ্ধ' বোধ হয় ১ম ঐতিহাসিক কাব্য। ইঁহার অধিকাংশ কাব্য ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(জন্ম ১২৭৯ সাল)

সন্তোষের জমিদার। আজীবন সাহিত্যব্রতী। নাট্যকার—কবি—সঙ্গীত-রচয়িতা। রচিত গ্রন্থ—পদ্মা, গৌরাঙ্গ, পাথার ইত্যাদি।

প্রিয়ম্বদা দেবী—

আধুনিক শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকবিগণের অন্যতমা। ইনি শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা, সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী। অকাল-বৈধব্য ইঁহার রচনাকে কারুণ্যমধুর করিয়াছে।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

আলিপুর জজকোর্টের উকিল। মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক। রচিতগ্রন্থ—বুদ্ধবাণী। ভক্ত, ভাবুক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কবি।

৺ভারতচন্দ্র রায়, কবিগুণাকর। (১১২৯—৬৮)

"ভারতচন্দ্র আরতি আলোকে উজলে অঙ্গখানি।"

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

৺মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী—কবিকঙ্কণ।

"কবিকঙ্কণ দিল কঙ্কণ কনে চণ্ডীর গানে।"

বর্দ্ধমান—দামুন্যা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম। বাঁকুড়ার (মল্লভূমি) রাজার—সভাকবি ছিলেন। ইহার রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এদেশে বাংলার এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্য।

শ্রীমতী মানকুমারী

মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। রচিত গ্রন্থ—কাব্যকুসুমাঞ্জলি—বীরকুমার বধ ইত্যাদি। ইঁহার কাব্যে হিন্দুনারীসুলভ ভক্তিনিষ্ঠা ও রসমাধুর্য্য দৃষ্ট হয়।

৺মধুসূদন দত্ত, মাইকেল। (১৮২৪—১৮৮৩)

ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত—ইহার জীবন-চরিত দ্রষ্টব্য। ইংরাজাধিকারযুগের ১ম শ্রেষ্ঠ মহাকবি। নূতন ভঙ্গিতে মহাকাব্য রচনা, পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের নব নব ভঙ্গি প্রবর্ত্তন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেটরচনা, পত্রচ্ছলে কবিতা রচনা ইত্যাদি ইঁহার অমর কীর্ত্তি। ইনি বঙ্গ কাব্য-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক। বঙ্গকাব্য সাহিত্যকে ইনিই প্রথম পৌরুষ তেজস্বিতা দান করেন। বাংলা ভাষার যুক্তাক্ষরে কি অন্তর্নিহিত শক্তি তাহা ইঁহার কাব্যে আমরা ১ম উপলব্ধি করি। ইনি বহু ওজস্বী ও মহাপ্রাণময় সংস্কৃত শব্দকে বাংলা কবিতায় স্থান দিয়া বাংলার পৌরুষ সাহিত্যের ঋদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ,।

নদীয়া—জমসেদপুর নিবাসী। এই প্রৌঢ়-কবি রবীন্দ্র-শিষ্যগণের এবং আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে অন্যতম। পূর্ব্বে বহু মাসিক পত্রে

লিখিতেন। ইনি একজন শক্তিশালী কবি—ইহার কাব্যের আজো যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই—বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। রচিত গ্রন্থ—অপরাজিতা, রেখা, জাগরণী, নাগকেশর ইত্যাদি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, ই,।

নদীয়া—হরিপুরে বৈদ্যবংশে জন্ম। ইনি মরীচিকা নামক গ্রন্থে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনিই একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার কবি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি.এ, কবিভূষণ (১৮৫৭)

জন্ম ২৪ পরগণা নিভাড়া গ্রামে। মহামতি ৺রাজনারায়ণ বসুর পুত্র। গদ্যে পদ্যে সমান কৃতী, কবি, অধ্যাপক, জীবন চরিত লেখক, দেশভক্ত ও ছাত্রপাঠ্যপুস্তকরচয়িতা। রচিত গ্রন্থ—মাইকেলের জীবনচরিত, শিবাজী, পৃথ্বীরাজ।

৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী—কোন্নগরে জন্মভূমি। ইঁহার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক—ইঁহার সংকলিত পদ্যপাঠ বাল্যকালে পড়েন নাই এমন পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তি কেহই বোধ হয় নাই। আজকাল ইঁহার পদ্যপাঠের তত চলন নাই। ইনি ছাত্রগণের উপযোগী কবিতা লিখিতেন।

ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। ইনিই বঙ্গসাহিত্যে বর্ত্তমানযুগের প্রবর্ত্তক। জগদ্বরেণ্য মহাকবি—বিশ্বকবি। ইউরোপের একটী সুধী-

সংগৎ ইঁহাকে ১২০০০০৲ টাকা মূল্যের নোবেল প্রাইজ নামক পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

তব—বিজয় তূর্য্য বাজে য়ুরুপার চূড়া গুম্বজ মিনারে।
নিশীথসূর্য্য রমার শ্রীকরে অর্ঘ্য প্রেরিল তোমারে।

(বঙ্গবাণী—কুন্দকুঁড়ি)

ইঁনিই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ সাহিত্যকে সমগ্র জগতের আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাংলার নবযুগের অগ্রদূত ও নবোদ্বুদ্ধ শিক্ষা দীক্ষার পুরোহিত বংশ। সেই নিখিল ঐশ্বর্য্যে আঢ্য বংশে মহাপুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔরসে এই বিশ্বকবির জন্ম। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র এই ভগবৎপ্রেরিত মহাকবি অনন্যকর্ম্মা হইয়া আজ অর্দ্ধশতাব্দীকাল সাহিত্যসাধনা করিতেছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার দান শতাশ্বমেধের দান। ইঁহার রচিত পুস্তক গদ্যে ও পদ্যে অসংখ্য। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার প্রবর্ত্তিত বিবিধ নব নব ভঙ্গি প্রকৃতির নিম্নে তালিকা দিলাম।

১। ছোট গল্প ২। গীতিনাট্য ৩। অসংখ্য নব নব ছন্দ ৩। সঙ্গীতে নব নব সুর-সঙ্কর, ৪। নূতন ধরণের উপন্যাস, ৫। Ballad, Ode, Elegy. ৬। সমালোচন-সাহিত্য ৭। রাজনীতি, ৮। সমাজনীতি, ৯। নূতন ধরণের mysticism, ১০। রূপক নাট্য, ১১। সঙ্গীতের সহিত ছন্দের মাত্রা-সামঞ্জস্য, ১২। পত্র সাহিত্য, ১৩। স্বর-তরঙ্গ ও ছন্দোহিল্লোল, ১৪। শিশুসাহিত্য, ১৫। ছন্দোবিজ্ঞান, ১৬। ভাষাতত্ত্ব। ১৭। বিদেশীয় ধরণের আলঙ্কারিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

৺রজনীকান্ত সেন বি, এল।

পাবনা—ভাঙাবাড়ীর অধিবাসী। বৈদ্য বংশে জন্ম। রাজসাহীর উকীল। বিখ্যাত লোককান্ত সঙ্গীত-রচয়িতা। কাটরোগে মেঃ কঃ হাঁসপাতালে ১৩১৭ সালে দেহত্যাগ করেন। রচিত গ্রন্থ—বাণী, কল্যাণী, অমৃত (ছাত্র পাঠ্য), অভয়া ইত্যাদি। বিস্তৃত জীবনী শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিতের "কান্তকবি রজনীকান্ত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৺রামপ্রসাদ সেন—কবিরঞ্জন।

"কবিরঞ্জন রঞ্জিল পদ হৃদয়ালক্ত দানে"

২৪ পরগণা—হালি সহর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাধক কবি—শাক্ত কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতে তিনি যে সুর দিয়াছেন তাহা রামপ্রসাদী সুর নামে পরিচিত। ইনিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

"রঙ্গ ভুষিল ক্ষত্রতেজের অরুণ অঙ্গ রাগে"।

বর্দ্ধমান—বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১ম ঐতিহাসিক কাব্য-রচয়িতা। কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ করেন। রচিত গ্রন্থ—'পদ্মিনী' 'কর্ম্মদেবী' 'শূরসুন্দরী' কাঞ্চী-কাবেরী ইত্যাদি।

৺লোচন দাস।

"লোচন রচিল পাদ্য, গোরার লোচন সলিল আনি"।

সাধক বৈষ্ণব কবি। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। বর্দ্ধমান—কোগ্রামে বৈদ্য-পঞ্চদাশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গৌরলীলা

বিষয়ক সঙ্গীত বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সামগ্রী। ইঁহার বিস্তৃত জীবন কথা—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। লোচনের পাট বলিয়া আজিও কোগ্রাম বৈষ্ণবগণের তীর্থ। লোচনের স্বগ্রামবাসী কবি কুমুদরঞ্জন কবিতায় তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। অধম লেখক লোচনের ভ্রাতৃ বংশজাত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল। (১৮৬২—)

আগে সম্বলপুরের উকীল ছিলেন, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত, নানাভাষাভিজ্ঞ, সুবক্তা, কবি, প্রবন্ধ-লেখক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, বঙ্গবাণী-সম্পাদক। রচিত পুস্তক—কথানিবন্ধ, হেঁয়ালী, পদ্মকমালা, যজ্ঞভস্ম ইত্যাদি। ইংরাজীতে বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিয়াছেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—(১৮৫৭—)

মহর্ষির কন্যা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী,—শ্রীমতী সরলাদেবীর জননী। ভারতী পত্রিকার বহুকাল সম্পাদিকা ছিলেন। ইনি কবিতা বেশী লেখেন নাই—উপন্যাসই বেশী লিখিয়াছেন। ইনিই প্রথম প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। মহিলাগণের মধ্যে দেবকুমার বাবুর জননী ৺কুসুমকুমারী দেবী ও ইনি সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ—দীপ নির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল ইত্যাদি।

৺সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। (১২৮৯—১৩২৯)

স্বনামধন্য সাহিত্যগুরু ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের স্বনামধন্য পৌত্র। পূর্ব্ব নিবাস—বর্দ্ধমান জেলা—চুপী গ্রামে। রবীন্দ্র—শিষ্যগণের মধ্যে অগ্র-গণ্য। বাংলা-কাব্যের ছন্দে ইনি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন—তরুণ

কবিগণ ইঁহারই রচনা-ভঙ্গি অনুকরণ করিতেছেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন—নানা ভাষা হইতে সুন্দর সুন্দর কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। কাব্যানুবাদে ইঁহার সমকক্ষ বঙ্গসাহিত্যে কেহই নাই। আলঙ্কারিকতায় ইঁহার কাব্য অতুল্য। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অতীতযুগের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ইনি বহু সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। ছন্দোহিল্লোলে ইনি বঙ্গ কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যের সমীপবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছেন—আরো কত ভাবে যে কাব্য-সাহিত্যকে ইনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা অল্প পরিসরে বিবৃত করা যায় না। রচিত গ্রন্থ—হোমশিখা, কুহু-ও কেকা, অভ্র—আবীর ইত্যাদি।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

'বঙ্গলী' সম্পাদক। তরুণ কবি। পল্লীব্যথা নামক পুস্তক রচনা করিয়া কবি-খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (১২৪৫—১৩১০)

হুগলী—গুলিটা গ্রামে জন্ম। খিদিরপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য খিদিরপুরে হেমচন্দ্র লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে তিন জন কবি বঙ্গদেশে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার বিস্তৃত জীবনী শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত হেমচন্দ্রের জীবন চরিতে দ্রষ্টব্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে বৃত্রসংহার ও দশমহাবিদ্যাই বিখ্যাত।

হেমের হৈম হৃদয় বীণাটি শোভিল শুভ্র পাণি।

(পর্ণপুট—বঙ্গবাণী)

কুঞ্চিকা ।

১। বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে হেমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র শেষ বয়সে অন্ধ।

২। রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই তিন জন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ৺মাইকেল, চিত্তরঞ্জন, অতুলপ্রসাদ ও মিঃ প্রমথনাথ চৌধুরী এই ৪ জন ব্যারিষ্টার।

৩। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ ও দেবকুমার এই তিন জন ধনী জমিদার। এই তিনজনকে এবং সত্যেন্দ্রনাথকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় নাই।

৪। ঈশ্বরচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, মিঃ প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন, গিরীন্দ্রমোহিনী, গিরিজানাথ, অতুল প্রসাদ, কোন—না—কোন সময়ে কোন—না—কোন পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন—অথবা করিতেছেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল—ভারতবর্ষ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

৫। ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, কুমুদরঞ্জন, সতীশচন্দ্র, রসময় লাহা, যতীন্দ্র প্রসাদ ইঃ বঙ্গসাহিত্যকে কৌতুক রসে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালই হাস্যরসের সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৬। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও যোগীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন।

৭। কবিকঙ্কণ, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও সাবিত্রীপ্রসন্ন বঙ্গের পল্লীজীবন লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন।

৮। ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য বা কবিতা লিখিয়াছেন। গিরীশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য রচনা করিয়াছেন।

৯। ভারতচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, ও কাজী নজরুল, ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দোরাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছেন।

১০। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন ও বিজয়চন্দ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

১১। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টায় বঙ্গকাব্যসাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছে। ইঁহারা ইউরোপীয় কাব্যের নানা নূতন নূতন ভঙ্গি প্রবর্তনে কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

১২। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, যতীন্দ্রমোহন, যোগীন্দ্রনাথ, কামিনী রায় ও কাজী নজরুল স্বদেশ প্রেম অবলম্বনে বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন।

১৩। বর্তমান যুগে দাশরথি, নীলকণ্ঠ, বিষ্ণুরাম, রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুল প্রসাদ বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

১৪। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে; গোবিন্দচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিজানাথ, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'ন নাই। চিত্তরঞ্জন, দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথনাথ প্রভাবান্বিত—কিন্তু প্রভাবে অভিভূত হন নাই। সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াও প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন।

১৫। কৃষ্ণচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কাজী নজরুল ও গোলাম মোস্তাফা পারস্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ইরাণী প্রভাব প্রবর্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিন্দুমাত্র ইরাণী গন্ধ নাই।

১৬। বিজয়চন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের অনেক রচনায় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

১৭। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রদেব, হেমেন্দ্রকুমার ও কাজী নজরুল, সমাজের অসদাচারকে কাব্যে কশাঘাত করিয়াছেন। ইহাদের কোন কোন রচনায় সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা নিহিত আছে।

১৮। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ. প্রমথনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র শিষ্যগণের কাব্যে বহিঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভূতি সুস্পষ্ট।

১৯। বৈষ্ণবকবিগণ, রামপ্রসাদ প্রমুখ শাক্তকবিগণ, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দেবকুমার, জীবেন্দ্রকুমার, মানকুমারী ইত্যাদি কবিরা বহু ভগবদ্ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

২০। ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ভুজঙ্গধর, জীবেন্দ্রকুমার ও করুণানিধান অনেক ধর্ম্মমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

২১। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কণ, মাইকেল, হেমনবীন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ পুরাণ হইতে কাব্যের উপাদান আহরণ করিয়াছেন।

২২। রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, কামিনী রায়. সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রপ্রসাদে সংস্কৃত কাব্যের প্রভূত প্রভাব দৃষ্ট হয়।

২৩। ভারতচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিষ্যগণ ও কাজী নজরুলের কবিতায় আলঙ্কারিকতা যথেষ্ট।

২৪। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রজনীকান্ত, প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনায় ও সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্য রবীন্দ্র শিষ্যগণের কাব্যে প্রচুর করুণরসাত্মক মাধুর্য্য আছে।

২৫। দাশরথি, নীলকণ্ঠ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও দেবেন্দ্রনাথে বৈষ্ণব কবিগণের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

অতিরিক্ত শব্দার্থ

মঞ্জুষা—পেটিকা, ঝাঁপি।

২ পৃঃ গেয়ান—জ্ঞান। ধেয়ান—ধ্যান। শ্বসন—নিশ্বাস প্রশ্বাস। ধূপজ—ধূপজাত।

৩ পৃঃ বাঙ্ময়—বাক্যে কল্পিত। আশীর্ব্বচন—আশীর্ব্বাদ। চরণমূল—পদপ্রান্ত।

৪ পৃঃ ভাসে—দীপ্তি পায়।

৫ পৃঃ রঙ্গভূমি—নাট্যশালা। ফুল—(এখানে) সার।

৭ পৃঃ কলাপ—সমূহ। বিমান—(এখানে) আকাশ। প্রকট—পরিস্ফুট। ভবধব—ভবপতি।

৮ পৃঃ নন্দন—স্বর্গোদ্যান।

৯ পৃঃ ক্রমভঙ্গ—ব্যতিক্রম। অপচয়—ক্ষয়। বিটপী—বৃক্ষ।

১১ পৃঃ পাদপ—বৃক্ষ। সঙ্কলিত—সংগৃহীত। আনিতম্ব—নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত।

১২ পৃঃ দশাঙ্গুরী—দশটি আঙ্‌টী। জলবিন্দু—জলবুদ্‌বুদ। ওড়না—স্ত্রীলোকের উর্দ্ধাঙ্গের জন্য ব্যবহৃত চাদর।

১৪ পৃঃ কুলিশ—বজ্র, পুরীষ—বিষ্ঠা, বৈতরণী—নরকের নদী। মলয়জ—চন্দন।

১৫ পৃঃ স্থাপ্য—গচ্ছিত। নিবাপ অঞ্জলি—তর্পণ জল। পাশরিবে—ভুলিবে।

১৬ পৃঃ কুল পাংশুলা—কুলের অঙ্গার স্বরূপা। খদ্যোত—জোনাকী। অজা—ছাগল। হবিঃ—ঘৃত। কাকপক্ষ—উভয় গণ্ডে লম্বমান অলকগুচ্ছ। পাবক—অগ্নি। মিহির—সূর্য্য। কুহেলী—কুয়াসা।

১৯ পৃঃ প্রকৃতিপুঞ্জ—প্রজাবর্গ। সমদর্শী—হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী।

২০ পৃঃ কৈবল্য—মোক্ষ। কেবল—শুদ্ধ। বাপী—পুষ্করিণী।

২১ পৃঃ দনুজ—দনুসন্তান, দানব। মনুজ—মানব। গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর—উপদেবতা, অৰ্দ্ধদেবতা। রক্ষঃ—রাক্ষস।

২৫ পৃঃ বয়ান—বদন। খটি—আবদার। পাএঞা—পাইয়া। উরঃস্থল—বক্ষঃ।

৩০ পৃঃ মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা। ইন্দিরা—লক্ষ্মী। স্যন্দন—রথ। ঐরাবত—ইন্দ্রের হস্তী। হরিচন্দন—শ্বেত চন্দন ও দেব পুষ্প বিং।

৩২ পৃঃ স্পন্দ—কম্পন। ওঝা—সাপের রোঝা।

৩৩ পৃঃ কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীর জলপাত্র।

৩৭ পৃঃ কালকূট—তীব্রবিষ। রসায়ন—এখানে ঔষধি।

৩৮ পৃঃ অপেয়—পানের অযোগ্য।

৩৯ পৃঃ কঞ্জুস—কৃপণ। দারুভূত—কাষ্ঠে পরিণত।

৪৩ পৃঃ ভিল্লী—ভিল্লজাতীয়া নারী। বদরী—বরই কুল।

৪৪ পৃঃ রতি—আসক্তি। পয়ান—প্রয়াণ, অনুসরণ।

৪৮ পৃঃ উষর—অনুর্ব্বর। ৪৯ পৃঃ—লোর—অশ্রু।

৫০ পৃঃ উদঞ্জলি—ঊর্দ্ধে উত্থিত অঞ্জলি। কূটজ—গিরিমল্লিকা, কুড়চি। মঞ্জুল—সুন্দর।

৫১ পৃঃ অনারত—অনবরত। হর্ষসাম—আনন্দ সঙ্গীত।

৫২ পৃঃ সোমরস—বৈদিক ঋষিগণের যজ্ঞে ব্যবহৃত একপ্রকার পেয়। গিরীশ—হিমালয়। ঋদ্ধ—ধনী। মেধ্যা—পবিত্রা। য়ুরূপ—ইউরোপ। ঈরাণতুরাণ—পারস্য, তুরস্ক ইত্যাদি মুসলমান দেশসমূহ। দর্ভ—কুশ। অনৃত—মিথ্যা। অপসার—তিরোভাব। সুরভি—স্বর্গের কামধেনু।

৫৩ পৃঃ অমেয়—অপরিমিত। অধিরোহণী—সিঁড়ি, মই। অপবর্গদা—মোক্ষফলপ্রদা।

৫৫ পৃঃ গোত্র—বংশীয়।

৬১ পৃঃ জীয়ায়ে—বাঁচায়ে।

৬২ পৃঃ মহাশূর—মহাবীর।

৬৫ পৃঃ খর্পর—মড়ার মাথার খুলি।

৭৩ পৃঃ চরাণী—গোচারণ। খরানী—গ্রীষ্মকাল। ডহর—পোতর, পতিত জমি। পগার—জমির উঁচু আইল। পোআ—চারা। পশলা—বৃষ্টি। পোয়াল—খড়। সাঁজসাঁজাল—গোয়ালে ধুঁয়া দিবার জন্য আগুন ও সাঁজবাতি।

৭৮ পৃঃ বীথি—শ্রেণী ও পথ।

৮৩ পৃঃ মঞ্চ—এখানে বেদী।

৮৫ পৃঃ স্বস্তিবাচন—মঙ্গলাচরণ। নিরাময়—রোগমুক্ত। চঞ্চলা—এখানে লক্ষ্মী।

৯০ পৃঃ মঙ্গলা—মঙ্গলচণ্ডী।

৯১ পৃঃ বল্মীক—উইএর ঢিপি, বাল্মীকির জন্মভূমি। শ্রুতি—বেদ।

৯২ পৃঃ কাণ্ডারী—পারের নেয়ে। সিতিমা—শুভ্রতা, শুচিতা। কঞ্চুকী—সর্ব্বকার্য্যার্থকুশল গুণী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিশ্বস্ত রাজ-কর্ম্মচারী। রাজঅন্তঃপুরে ইহাঁর অবাধ গতি।

৯৩ পৃঃ হেমাদ্রি—সুমেরুগিরি।

৯৪ পৃঃ অকিঞ্চন—নিঃস্ব, দরিদ্র।

৯৫ পৃঃ সুরধাম—দ্বিজেন্দ্রলালের বাসভবনের নাম।

৯৭ পৃঃ ললাটিকা—কপালে অঙ্কিত চন্দনাদির রেখা। বীরসিংহ গ্রাম—বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি। মহামানব—মহাপুরুষ। তুরঙ্গ—খরস্রোতে।

৯৮ পৃঃ অভ্রভেদী—গগনস্পর্শী। নন্দীগা—ভরতের রাজধানী। মাতৃসত্তা—দেশমাতার সেবাব্রত।

১০০ পৃঃ সারস্বত গেহ—সরস্বতীর মন্দির। সাহারা—আফ্রিকার মরুভূমি। বিদেহী—অশরীরী।

১০৬ পৃঃ গুঞ্জামালা—কাঁচের মালা।

১০৭ পৃঃ সরিৎ—নদী।

১০৯ পৃঃ জরতী—স্থবিরা, বৃদ্ধা।

১১২ পৃঃ ব্রততী—লতা। সস্মিত—হাস্যময়।

১১৩ পৃঃ বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ।

১১৬ পৃঃ ভাঁড়াইলা—বঞ্চনা করিল। কর্ব্বুর—রাক্ষস।

১১৮ পৃঃ হাজী—মক্কায় যিনি তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়—জ্ঞানদীক্ষায়।

১১৯ পৃঃ বল্কল—গাছের ছাল।

১২০ পৃঃ নবী—Prophet. শেষনবী—হজরৎ মহম্মদ।

১২১ পৃঃ নাগরিক—নগরবাসী। শ্রমজল—ঘর্ম্ম।

১২৪ পৃঃ হুতাশন—অগ্নি। কাফের—বিধর্ম্মী।

১২৫ পৃঃ প্রমথেশ—প্রমথ (ভূত বিং), তাহাদের ঈশ—শিব। জলনিধি—সমুদ্র।

১২৬ পৃঃ অবগাহি—স্নান করিয়া। ধূর্জ্জটী—শিব। অম্বর—আকাশ।

১২৭ পৃঃ চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না। অপর্ণা—তপস্বিনী, উমার নাম। চিত্তলোল—চঞ্চল চিত্ত। গিরিদরী—গিরি গুহা। লাস্য—ললিত নৃত্য।

১২৮ পৃঃ তনুগাত্রী—ক্ষীণাঙ্গী। সুপর্ণা—গরুড়ের জননী। বেলোয়ারী—কাচময়। মেখলা—কটি, চন্দ্রহার।

১২৯ পৃঃ বিশ্‌কর্ম্মা—বিশ্বকর্ম্মা। বস্তি—নগরের বহিঃপল্লী।

১৩০ পৃঃ তৌল—ওজন। শ্রেষ্ঠী—বণিক।

১৩১ পৃঃ ফুরসৎ—অবসর। দোকলা—সঙ্গী। তৈজস—পুঁটলী, ঝাড়ি। হিকমৎ—কৌশল। ইজ্জৎ—মর্য্যাদা। মঙ্গলিক—মাঙ্গল্য দ্রব্য বিং। লজ্জৎ—রুচি, সৌষ্ঠব।

১৩২ পৃঃ হিম্মৎ—সাহস। শিঞ্জন—ভূষণের শব্দ। উপল—শিলাখণ্ড। মধু—বসন্তকাল। হরিত—সবুজ। রুচি—প্রভা। নীপ—কদম্ব। নিচোল—কাঁচুলী।

১৩৩ পৃঃ—মাভৈঃ—ভয় কর না।

১৩১ পৃঃ শাত-ইল-আরব—ফোরাত (ইউফ্রাটিস) দজলা (টাইগ্রীস) এই দুইএর মিলিত নাম ও এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

শহীদ—ধর্ম্ম যুদ্ধে যে আত্ম বলিদান দেয়। লোহু ও খুন—রক্ত। দিলীর—নির্ভীক বীর। আজাদ—মুক্ত। নাঙ্গা—উলঙ্গ। শম্‌সের—তরবারি। আঁশু—অশ্রু। মস্তানী—প্রমত্ত। গোস্তাগী—ঔদ্ধত্য।

১৩৫ পৃঃ মর্দ্দমী—বীরত্ব। জুলফিকার—হজরত আলীর অসি। হায়দরী হাঁক—আলীর তর্জ্জন। খঞ্জর—কৃপাণ।

আবৃত্তিযোগ্য কবিতার তালিকা।

মাইকেল—মেঘনাদবধের অনেকাংশ, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, নীলধ্বজের প্রতি জনা ইত্যাদি।

রঙ্গলাল—পদ্মিনী উপাখ্যানের অনেকাংশ ও মালঝাঁপ ছন্দে লিখিত কবিতা দুইটী।

হেমচন্দ্র—বৃত্রসংহারের শেষাংশ, ভারতসঙ্গীত, ভারতভিক্ষা ইত্যাদি।

নবীনচন্দ্র—কর্ণ-দুর্ব্বাসা সংবাদ, কৃষ্ণব্যাস সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র রৈবতকের অনেকাংশ, কীর্ত্তিনাশা ও পলাশীর যুদ্ধের শেষাংশ।

রবীন্দ্রনাথ—কথা ও কাহিনী, শিশু ও পলাতকার বহু কবিতা, সোণার তরী, উর্ব্বশী, বৈশাখ, বর্ষামঙ্গল, তাজমহল, মৃত্যুর প্রতি, প্রতীক্ষা, মরণ, সমুদ্রের প্রতি, কবিচরিত, বর্ষশেষে, শিবাজী, "এই ভারতের মহামানবের .. ...", "জনগন মন অধিনায়ক ... ...", "দেশ দেশ-নন্দিত করি... ...", "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ... ... "শেফালীবনের মনের কামনা ...", শেষ খেয়া ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল—বিলাত ফেরতা ক'ভাই, নন্দলাল এবং অন্যান্য কমিক কবিতা ও গান।

রজনীকান্ত—কমিক কবিতা, 'মা' ইত্যাদি।

অক্ষয় বড়াল—মানব বন্দনা ও এমান ২।৪টি কবিতা।

গোবিন্দ চন্দ্র রায়—যমুনা লহরী—নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা ... ...' "কতকাল পরে বল' ভারত রে।"

সত্যেন্দ্রনাথ—দিল্লীনামা, দূরের পাল্লা, মাতামহ, ছন্দোহিল্লোল আমরা, পাল্কী বেহারার গান, ঘুমগুপ্ত, গুজরাটী গরবা, বেলা শেষের গান ও বিদায় আরতি নামক গ্রন্থদ্বয়ের বহু কবিতা।

কুমুদরঞ্জন—কুরুসৎ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি।

যতীন্দ্রমোহন—বিজয়চণ্ডী, কৃত্তিবাস, আগমনী, চরকার গান ইত্যাদি :—

করুণা নিধান—শ্রীক্ষেত্রে, হরিদ্বারে, হিমাদ্রি ইত্যাদি।

যোগীন্দ্রনাথ—ভারতের মানচিত্র ও পৃথ্বীরাজের আনকাশ।

মোহিতলাল—মহামানব, নাদির শাহ, আবির্ভাব ইত্যাদি।

কাজী নজরুল—বিদ্রোহী, কামাল পাশা, মহররম ইত্যাদি।

কিরণ-ধন—দ্বীপান্তরে, দেনদার, দুনিয়াদারী, সন্তানের প্রতি ইত্যা

বিজয়চন্দ্র—চিত্রোৎপলা, হিমাচল, মুষ্টিভিক্ষা ইত্যাদি।

কালিদাস—অন্ধকার-বৃন্দাবন, চীন-পর্যাটক, বঙ্গভূমি, চিত্ত ও বিবেক, প্রচেতা ইত্যাদি।

কৃষাণীর ব্যথা চিত্ত ও বিত্ত

শুদ্ধিপত্র ।

৩ পৃঃ—বাঙ্ময়ী	স্থলে	বাঙ্ময়	হইবে।
৪ পৃঃ—স্থুল	”	স্থূল	”
১০ পৃঃ—অবরণ্য	”	অবরেণ্য	”
১৫ পৃঃ—পত্তিকূলে	”	পত্তিকুলে	”
২৭ পৃঃ—গাই	”	গাই”	”
আছে	”	আছে”	”
নারায়ণ	”	‘নারায়ণ	”
২৯ পৃঃ—টীকা	”	* টীকা	”
৩৯ পৃঃ—আধপে	”	আধপেটা	”
৪৮ পৃঃ—প্রমথ	”	প্রমথনাথ	”
৫২ পৃঃ—ভুবন	”	ভবন	”
(১ম) মেরুতে	”	মরুতে	”
৫৭ পৃঃ—(১ম) সীতা	”	সতী	”
৬৩ পৃঃ—মন্ত্রি	”	মন্ত্রী	”
৮৭ পৃঃ—গোপালে	”	গোয়ালে	”
৯০ পৃঃ—মঙ্গলণ্ডী	”	মঙ্গলচণ্ডী	”
৯২ পৃঃ—ধারা (অনুঃ)	”	ধারা।	”
৯৬ পৃঃ—ভারতী	”	হে ভারতী	”
১০১ পৃঃ—স্বারস্বত (অনুঃ)	”	সারস্বত	”
১০৫ পৃঃ—পায়ের ঘাটে	”	পারের ঘাটে,	”
১২৮ পৃঃ—মেগলায় মরি মরি	”	মেখলায় মরিমরি,	হইবে